পুত্রগণ বিচরিছে সুখময় স্থানে
মনঃসুখে ;—সিদ্ধ করি দেব-কার্য্য সবে
আইলে এখানে, মিলিবে সকলে ;—মর্ত্ত্যে
দেখা না হইবে আর তাহাদের সনে—
দেবতার ইচ্ছা এই। নিবৃত্ত এ আত্ম-
নাশ-পাপ হ'তে, অথবা দেবের ক্রোধে
পড়ি স্বর্গ হারাইবে, কহিনু নিশ্চয়।"
এতেক কহিয়া নীরবিলা দৈববাণী
দেবী ;—বহিলেন শব্দবহ সকলের
কানে সে ভারতী ; দেবী প্রতিধ্বনি, বারে
বারে উচ্চারিলা সেই কথা, পাছে কেহ
না পায় শুনিতে ;—দেবতার কিবা লীলা !
চমকিলা মরণ-উন্মুখ যুবাদল
শুনিয়া আকাশ-বাণী ! বিষাদিতে পুনঃ
বসিলা সকলে, আশু না পারিয়ে মিলি-
বারে হারানিধি সহ ; দরিদ্রের আশা
যথা, দাতার নিকটে পা'য়ে মাত্র অর্দ্ধ-
চন্দ্রে রজতের স্থানে, বিলাপে গোপনে !

ইতি সিংহল বিজয়ে কাব্যে সমাগমো
নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

তৃতীয় সর্গ।

এইরূপে সারা দিন বিলাপিলা সবে
সেই উপকূলে পড়ি, হাহাকার রবে।
তাম্রবর্ণ মাটী লাগি রঞ্জিল সবার
করপুট—কি বিকট ভাব! দল বাঁধি
যেন সহস্র নৃ-হন্তা ভুঞ্জিছে মলিন-
মুখে অন্তর-যাতনা, দুষ্কর্ম্মের ফল!
অথবা বিষম শোকে, বক্ষঃ বিদারিয়া
হৃদি-রক্ত-স্রোতে হস্ত ক'রেছে রঞ্জন!
যাহা হ'ক, এই হেতু তাম্রপাণি (১) নাম,
ধরিলা সে স্থান। আপনি শ্রীলঙ্কা দেবী,
সৌভাগ্য মানিয়া, হইলা বিখ্যাতা সেই
(২) নামে, মনের উল্লাসে—ধন্য লো সুন্দরি!
নিশা আগমনে সবে, উঠিয়া চলিলা
পূর্ব্বদিকে, ধীরে ধীরে অতি, লোকালয়
করিতে সন্ধান ক্ষুধার উদ্রেকে। ক্রমে,
ছাড়াইয়া বহু পথ, হেরিলা অদূরে
প্রভাত সময়—মনোহর শৃঙ্গবর

---

(১) বর্ত্তমান পুত্‌লামের (Putlam) নিকট।

(২) সমস্ত সিংহলদ্বীপও তাম্রপাণি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। গ্রীকেরা ইহার অপভ্রংশে "তাপ্রবেণী" ব্যবহার করিত।

অপূর্ব্ব-দর্শন ! নবোদিত-ভানু-করে
রঞ্জিত সে বর-বপু—কোথা রে সুমেরু
সুবর্ণে গঠিত কায়া তোর, এর কাছে !
ঝর ঝর ঝরে বিমল চন্দ্রমা সম
নির্ঝর-নিচয়, (১) পম্পা কর-প্রদায়িনী,
কাঞ্চন সদৃশ সেই অঙ্গে ঝরিতেছে !
যথা, দোলে মুক্তাহার সুবর্ণ-বরণী
গিরিরাজ-বালা, শিব-সোহাগিনী দেহে।
বৃক্ষ নানাজাতি, শোভিছে নগ-শরীরে
প্রলোভিয়া পথিকেরে, চারু ফুল ফলে।
শাক্যের প্রার্থনা মতে, রক্ষিতে সবারে,
(নবধর্ম্ম প্রচার কারণ) আসি তথা
আপনি শ্রীবিষ্ণু দেব, (২) মহোচ্চ বিশাল
শাল তরুদ্বয়, যথা অদ্রি-সন্নিকটে,
বসিলা মুনির বেশে। সহসা হেরিলা
সেই তেজঃপুঞ্জ ঋষিবরে মহোল্লাসে,
যত বিজয়-বান্ধব যথা, ধ্রুব তারা
নাবিকের দল—ঘোর মেঘাচ্ছন্ন নৈশা-
কাশে, তরঙ্গ-সঙ্কুল-ভীষণ-সাগরে।
ক্রমে আসিয়া সত্বরে যুবক সকলে
প্রণমিলা পরিব্রাজে গাঢ়-ভক্তিভাবে।
তারপর জিজ্ঞাসিলা, জুড়ি করদ্বয়,

(১) পম্পারিপো নদী। (Pomparipo or Kalwa river)

(২) মহাবংশ (ch. VII. p. 47)

কুমার বিজয়—"কহ দেব কোন্ দেশ
এই, লোকালয় আছে কত দূর—কহ
কৃপা করি ?" কহিলেন অতি সুমধুর
সাদর সম্ভাষে, আশীষি সকলে দেব—
"এ নহে নূতন কোন দেশ—এই স্থানে,
রঘুকুল-রবি জানকী-জীবন, বধি
রক্ষঃকুলে উদ্ধারিলা সীতা-সতী—লঙ্কা-
দ্বীপ হয় এই ; লোকালয় রয় বহু-
দূরে ; কত শত শত যক্ষ দুরাচার
বিচরে এদেশে এবে, ভীষণ-আকার—
দেবের ইচ্ছায়, রাবণ যেমতি, যক্ষঃ-
রাজ কালসেন, তব বাহুবলে হবে
নিপাতিত ; ধরিবে সিংহল নাম এই
লঙ্কাধাম, তোমা হ'তে বিজয় সিংহল।"
এত কহি, লয়ে শান্তি-জল কমণ্ডলু
হ'তে ছিটাইলা সবার মস্তকে ; পরে
প্রত্যেকের বাহু মাঝে বাঁধিলা কবচ,
অতীব যতনে। সতর্ক করিয়া, যত
যুবকে কহিলা পুনঃ কমলার পতি—
" সাবধান কভু যেন, কাহার কথায়
না ত্যজিহ এই কবচেরে, কেহ কোন
মতে ; নারিবে কখন যক্ষদল যত
বধিতে কাহাকে, ইহার প্রভাবে।
বিভীষণ হেতু যথা, মরিলা কর্ব্বর-

কুলপতি, তথা যক্ষেশ্বর বিনাশিত
অসংখ্য সৈন্যের সহ, হইবে নিশ্চিত
কোন যক্ষবালা লাগি। না করিহ ভয়
দুরন্ত যক্ষ বলিয়া; লভিবে বিজয়
সম্মুখ সমরে, দেবের কৃপায়”—এত
কহি দেব করিলা প্রস্থান, মৃদু হাসি—
নাশিল সবার তার, মানস আঁধার!
ক্রমে গিয়া বহুদূর খর-কর, করে
ক্লান্ত এবে বঙ্গীয় যুবক যত শিলা-
পট্টে বসিলা সকলে, পাদপচ্ছায়ায়।
হেনকালে তথা ভ্রমিতে ভ্রমিতে আসি
কুবেণীর দাসী, কালী নামেতে যক্ষিণী,
হেরিলা সকলে। অমনি কুক্কুরী-বেশ,
ছলিতে মানবগণে, ধরিলা পাপিনী।
সম্মুখে আসিয়া কত মত ভঙ্গি করি
খেলিতে লাগিলা কুহকিনী বিমোহিয়া
মন সবাকার। সে শূনী পালিতা ভাবি,
কেহ কেহ লোকালয় নিকটে বুঝিলা।
কোন বীর উঠি চলিলা পশ্চাতে তার;
যথা, স্বর্ণ-মৃগে হেরি রাজীব-লোচন
রাম ভুঞ্জিবারে ক্লেশ! নিবারিলা তায়
কুমার বিজয়। ক্ষুধার্ত্ত বান্ধববর
না মানিয়া বাধা, আশ্বাসি তাঁহারে, দ্রুত-
পদে সরমা পশ্চাতে, ধাইল আবার।

অনতিবিলম্বে, গিরি-অন্তরালে, এক রম্যস্থানে আসি উপনীতা সারমেয়ী (১) লইয়া যুবারে। কিবা মনোহর সেই স্থল! বিস্তীর্ণ সরসী, অমৃত-উদক-রাশি ধরিয়া গর্ভেতে, বিদ্যমান অতি মোহন স্বরূপে, যথা রে লাবণ্যবতী-নারী, সুন্দরী সম্পূর্ণ-যৌবনা! শোভিছে চারি দিকে তার, নানা জাতি তরুলতা; সুমিষ্ট-সুদৃশ্য-ফল-ভরে-অবনত; পাখীকুল উন্মত্ত হইয়া মধু-রসে আনন্দিত মনে, বিভুগুণ করে গান! অদূরে নিভৃত-স্থানে তপস্বিনী-রূপে বসিয়া কুবেণী সতী, শ্রেষ্ঠ যক্ষবালা, সহর্ষ নয়নে হেরিতেছে যুবা নরে পাইয়া শিকার। না জানে বিজয়-বন্ধু আছে লুকাইয়া অমৃত মাঝে গরল!

হেরি সরোবরে, আর নানাবিধ ফল মধুময়, ক্ষুধার্ত্ত ও শ্রান্ত যুবা নামিল তাহাতে; স্বচ্ছ সুস্নিগ্ধ জলে অবগাহি দেহ, লভিল আনন্দ কেপারে বর্ণিতে; ক্রমে উঠি তটোপরি পাড়িল সুপক্ক, মিষ্ট ফল কত—পনস খর্জ্জুর আম্র আদি; স্নিগ্ধকর নারিকেল বাড়াইয়া

(১) মহাবংশে এইরূপ বর্ণনা আছে।

হাত আপনার—ফলে এত থর্ব্ব গাছে
এই ফল এই দ্বীপে ! ভক্ষিল পারিল
যত মনের হরিষে তরুণ তখন।
শান্ত করি ক্ষুধা, পরে পান করি জল
যবে উঠিলেন কূলে পুনঃ, ভীমারূপী
কুবেণীরে হেরিলা সম্মুখে সে যুবক !
ভীষণ-কর্ক্কশ-স্বরে কহিলা কুবেণী—
"কে তুই মানব ! হেথা আ'লি কোথাকায়ে ?
সিংহীর বিবরে তুই আজি ! কেন তুলি
ফল যত করিলি ভক্ষণ ? ফেল তোর
কবচ বন্ধন, নতুবা এখনি তোরে
গ্রাসিব পামর। উত্তরিলা যুবাবর—
"আশ্রমবাসিনী তুই, জানিয়ে আপনি
ভক্ষিয়াছি তোর এই অপবিত্র ফল-
মূল আদি, দেবের বর্জ্জিত ! রে যক্ষিণি,
রাক্ষসী-প্রকৃতি তোর জানিলাম আমি
এবে, তাই চা'স এই কবচ মোচন
করাইতে, রে পাপিনি ! কি বলিব নারী
তুই, নতুবা এখনি তোরে যমালয়ে
দিতাম পাঠা'য়ে"। শুনি বিকট হাসিয়া
যক্ষবালা আদেশিলা অনুচর-দ্বয়ে
রুদ্ধ করি রাখিতে মানবে, তমোময়
ভীষণ ভূগর্ভ-স্থিত গুপ্ত কারালয়ে।
ক্ষণমাত্রে অদর্শন হইলা যুবক !

এ দিকেতে বান্ধবের বিলম্ব দেখিয়া
অন্য একজন উঠি চলিলা, যে পথে
যাইয়াছে পূর্ব্ব-বন্ধু কুক্কুরী সহিত,
লোকালয় অন্বেষিতে। তিনিও তদ্রূপ
পূর্ব্বস্থানে, নিবারিয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ফল-
মূলাহারে, কুবেণী কর্ত্তৃক, কারাগারে
রুদ্ধ তখনি হইলা। এইরূপে ক্রমে
ক্রমে যত মিত্রচয়, লভিলা নিবাস
সেই ঘোর অন্ধকার বন্দিশালে, (১) যথা
তৃণলতা লোভে, না জানিয়া পশুগণ
গভীর গহ্বর, অভ্যন্তরে পড়ে ক্রমে
আসি। এই বুঝি সেই কারা, ধনপতি
যাহে, বহুকাল পরে, ছিল কিছুকাল—
দেখাতে না পারি কমলে-কামিনী কালী-
দহে, শালবান, সিংহল ঈশ্বরে। এবে
করে কি বিজয়, চল দেখি একবার।
ক্রমে হেরি না ফিরিল কেহ, সপ্তশত
বান্ধবের মাঝে, সহ অনুরাধ, ধীর
প্রাজ্ঞ বীর ; বিচারিল মনে সিংহবাহু-
সুত, বীরেন্দ্র বিজয়,—" না ত্যজে দুর্ভাগ্য
সঙ্গ অভাগা যে হয়—এই কয় দিনে
কি কষ্ট না ভুঞ্জিলাম, পত্নীপুত্র মাতা
বিসর্জ্জিয়ে—আর যত বালক বনিতা !

(১) Mahawansa Ch. VII. P. 48.

পুনঃ যক্ষ দলে, একি, বিনাশিল মম
প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বন্ধুগণে! একেলা কি
লঙ্কাপতি হইব আপনি? তুমিও কি
পরিব্রাট্ যক্ষ-নিয়োজিত চর? তবে
যা আছে কপালে—উদ্ধারিব মিত্রগণে
অথবা যক্ষের অস্ত্রাঘাতে যমালয়ে
লভিব বিশ্রাম!" এত ভাবি সুসজ্জিত
হইলা বিজয় বীর-বেশে। কিবা অসি
ভাতিল বিশাল উরুপরে; চর্ম্ম, চন্দ্র-
সম প্রভাময়, বিবিধ ভাস্কর্য্যে শোভা-
কর, উজলিল পৃষ্ঠদেশ; ইন্দ্রধনু
বিনিন্দিয়া আভা, শোভিলা কার্ম্মুক বাম-
করে; মণি-মুকুতা খচিত, খরবাণ-
পূর্ণ, মহা তূণীর ঝুলিল স্কন্ধোপরি।
এইরূপ মনোহর ভয়াবহ সাজে
চলিল বিজয়, পূর্ব্বপথ অনুসরি,
ধনুর্ব্বাণ হাতে। স্বল্পক্ষণে নিরখিল
সেই রম্য জলাশয়, অপূর্ব্ব উদ্যান,
আর কুবেণীরে ছদ্মবেশে বসি বৃক্ষমূলে।
উচ্ছিষ্ট যতেক ফলমূল পড়ি তটে,
আছে অগণিত; অসংখ্য মানব পদ-
রেখা চারিদিকে। দেখি এই সব, ক্রোধে
যুবরাজ, কুবেণী প্রমাদ ঘটায়েছে
বুঝিয়া তখনি, জিজ্ঞাসিলা তায়—" কোথা

সহচরগণ মম বল সত্য করি,
ভয় নাই নারীজাতি না হিংসি আমরা, ”
কহিলা কুবেণী—“ কি কার্য্য বলহে তব
সে সব জানিয়া ; করি স্নান যুবরাজ
বিজয় সিংহল, ভক্ষণ করহ এই
উপাদেয় সুদুর্লভ ফল, সুশীতল
হবে প্রাণ ;—কেন মিছা পর লাগি ব্যস্ত
এত তুমি। ” ভাবিল কুমার মনে—“মম
পরিচয় যত, কিসে জানিলা রমণী ?
নহেত মানবী কভু এই, যক্ষবালা
সুনিশ্চিত ; এই কুহকিনী ঐন্দ্রজালে
ছলিয়াছে যত মম প্রাণের বান্ধবে। ”
এতবলি নিষ্কোষিলা ধাঁধিয়া নয়ন,
অসি প্রভাময় ; ধাইল কুবেণী লক্ষ্য
করি ;—হেন কালে দুই যক্ষ, ভয়ঙ্কর-
রূপ, আসি রোধিলা বিজয়ে, শস্ত্রপাণি।
কাঁপিল কুমার ক্রোধে, সঞ্চালিল খড়্গ
তীক্ষ্ণধার বিদ্যুতের বেগে ;— সেইক্ষণে
এক জন পড়িল ভূতলে ছিন্ন-শিরঃ !
রক্তস্রোতঃ বহিয়া রঞ্জিলা সেইস্থান,
ঘোর দরশন। পলাইয়া অন্য যক্ষ
বৃক্ষ অন্তরালে, টঙ্কারিয়ে দৃঢ়ধনু
বাণ-বৃষ্টি লাগিলা করিতে, মহারোষে।
নিমেষে সিংহল, নিবারিয়া প্রহরণ-

চয়, হানিলা বিষম অস্ত্র আকর্ষিয়া
ধনু—স্বন স্বনে ছুটিয়া সে শর, বাম-
বাহুমূলে তার পশিলা সবেগে—ঘোর-
রবে, নিক্ষেপিলা ধনু যক্ষবর, সেই
ভীষণ আঘাতে। পলকে বিজয়, তাঁর
অব্যর্থ কৃপাণ হস্তে আইলা সম্মুখে—
করে করবাল সাহসে করিয়া ভর
লাগিলা যুঝিতে যক্ষ, করি প্রাণ পণ;
কিন্তু, হায় দেবলিপি কে পারে খণ্ডিতে—
অবিলম্বে যক্ষবপু লোটাইলা ধরা।
ত্রাসিতা কুবেণী হেরি যক্ষের পতন,
প্রাণ লয়ে যায় পলাইয়া—"পাপিয়সি,
ওরে দাসি! যাবি কোথা আর, ভাল চা'স
দে আনিয়ে মিত্রগণে মম, এই দেখ্
অথবা পাঠাই যমালয়ে"—এত বলি
অমনি পাশাস্ত্রে রোধিয়া বিজয়—কেশে
ধরি তার, তুলিলা ভীষণ তরবার
নাশিতে বামারে। (১) করযোড় করি, অতি
করুণ বিনয় স্বরে কহিলা কুবেণী—
"ক্ষম অপরাধ প্রভো, স্ত্রীহত্যা পাতকে
কলঙ্কিত ক'রনা পবিত্র কর তব;
করিনু ধন-যৌবন সব সমর্পণ
নাথ, তব পদে—দেহ ভিক্ষা মম প্রাণ।"

(১) Mahawansa Ch. VII. P. 48.

"কে বিশ্বাসে তোর বাক্যে অয়ি মায়াবিনি!
এখনই সখাগণে আন্‌রে সম্মুখে,
না হইলে আজি, কলুষিব অস্ত্র মোর
তোর হৃদি-রক্ত-স্রোতে! শুনেছি শ্রবণে,
যক্ষদল শপথ ভাঙ্গেনা কোন কালে;
অতএব, শপথ করিয়া, রে পাপিনি,
কহ মম আগে আনিবি সকলে এবে,
তবে তোর মুক্তি লাভ, নতুবা মরণ!"
উত্তরিলা যক্ষবালা—"ক্ষম নাথ, করি
সত্য দেবের সম্মুখে—এখনি আনিব
তব সহচর-গণে! বরিলাম আমি
তোমারে; বীরেন্দ্র! লঙ্কেশ্বর হ'বে তুমি
মম সুকৌশলে—পুনঃ এই সত্য আমি
করিনু তোমার স্থানে, সিংহবাহু-সুত!
শুন দেবগণ! সত্য সম নাহি ধর্ম্ম
এ অবনীতলে—বহেন সকল ভার
ধরিত্রী আপনি, মিথ্যাবদী-ভার তিনি
নারেন সহিতে—অতএব, এই সত্য
অবজ্ঞা করিলে ইহ-পরকালে যেন
ভুঞ্জি তার ফল।" শুনি সরমা-রূপিণী
কালী, যতেক কুমার-সুহৃদে অমনি
দোঁহাকার বিদ্যমানে, আনিলা তখনি;
আশ্বাসিয়া কুবেণীরে তবে দিলা ছাড়ি
নৃপতি-তনয়। ধন্যবাদি যুবরাজে,

মহানন্দে মিত্রগণ দিলা আলিঙ্গন।
গুহ্যক-কুমারী পরে বহুবিধ শস্য
আদি নানা দ্রব্য আনি, দিলেক সম্মুখে
ধরি—পাক করি তাহা সেইক্ষণে, অতি
আনন্দে সকলে নিবারিলা ক্ষুধানল—
চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, করিয়া ভোজন।
বিজয়ের উচ্ছিষ্টাবশিষ্ট, সুসন্তুষ্ট-
মনে ভক্ষিলা কুবেণী, কৃতার্থ মানিয়া।
ধন্য পতিব্রতা তুমি ও যক্ষ-দুহিতে!
আমরি কি দারুণ যাতনা বিধুমুখি,
কোন্ দুরন্ত নৃশংস গুহ্যকের করে,
পে'য়ে তুমি ত্যজিয়াছ, সে দুর্ব্বৃত্ত-দলে,
রমণী-কুলরতন! বুঝি কালসেন
দুরাচার, লভিতে তোমারে, তব পিতা
মাতা গুরুজনের অমতে, নাশিয়াছে
সে সবারে বহুকষ্ট দিয়া;—বিধার্ম্মিক
লঙ্কেশ, অমাত্য যত দেছে সায় তায়?
—তাই গো বিরলে বাস—তাই বুঝি ক্রোধ
স্বজাতি উপরে?—পাইয়াছ এবে মনো-
মত নাগর-প্রবর ভুঞ্জ সুখ কিছু-
কাল তরে। কিন্তু সতি! নহে মাতৃভূমি
দোষী তব কাছে; তবে কেন সমর্পিলা
তাঁরে পরপদে, তাঁর অনিচ্ছায়? এই
পাপে, সীতাদেবী যথা, বর্জ্জিতা হইলা

বিনা অপরাধে, হইবে তেমনি। নাহি
গা'ব সেই গাথা এবে—দুঃখের কাহিনী
তব গাইতে বিদরে হিয়া—তাই বলি
করিব তোমারে সুখী, করি রাজ্যেশ্বর,
তব প্রাণের বিজয়ে। তবে যদি কভু
বঙ্গবাসীগণ চাহেন কান্দিতে মম
সহ, তব লাগি, কান্দাইব সবাকারে
উত্তর-কাণ্ডেতে—ক্ষম সতি, নহে এবে!
পরে, রতিরূপ-বিনিন্দিত-দেহে, পরি
দেবতা-দুর্ল্লভ কত অলঙ্কার, যক্ষ-
বালা সুশোভিলা ভুবনমোহিনী-বেশে—
বনদেবী যেন, বিভূষিয়া বরবপু
বনজ রতনে, সুদৃশ্য কুসুম-চয়ে—
উজলিলা সেই উপবন! হাব ভাব
প্রকাশি তখন, হরিলা পতির মন!
অবশ হইলা যুবরাজ কন্দর্পের
দর্পহারী-সুলোচন-শরে;—পরে কত
প্রেমালাপ দোঁহে আরম্ভিলা, মনঃসুখে।
ক্রমে ক্রমে চন্দ্রপ্রিয়া খুজিতে নাথেরে
দেখা দিলা ধরাধামে আসি—জলস্থল
অন্তরীক্ষ আবরিয়ে, চুপে চুপে, ঘোর
অন্ধকারে। অমনি তখনি, কুবেণীর
আশ্চর্য্য প্রভাবে, দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যা
হইলা প্রস্তুত, তরুতলে। বস্ত্রাবাস

আবরিলা তায়; সুগন্ধ চন্দন-চুয়া
পুষ্প নানা জাতি, পূরিলা সৌরভে সেই
স্থান; শয়ন করিলা তথা হর্ষচিত্তে,
যুবক-যুবতী। অদূরে বেষ্টিয়া দোঁহে,-
বঙ্গবাসীগণ সাবধানে, বিশ্রামিলা।
তৃতীয় প্রহর গতা বিভাবরী;—নাহি
শুনি আছে কে জীবিত মহীতলে! স্তব্ধ
সে নিকুঞ্জ বন; নিদ্রিত সকল সখা-
গণ;—পত্রের পতন শব্দ শুনা যায়
কানে! এ হেন সময় জাগিলা বিজয়;
মরি, দেবের কি লীলা! মধুর সুমিষ্ট
সঙ্গীত-ধ্বনি শুনিলা শ্রবণে—কিন্নর-
বিনিন্দিত-কণ্ঠস্বরে, গাইছে রমণী
যেন! নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র কত রবে
হইছে বাদন, একতানে! চমকিয়া
যুবরাজ জিজ্ঞাসিলা, প্রিয়া কুবেণীরে,—
" কহ প্রিয়ে কিসের সঙ্গীত ঐ? কেন বা,
এ ঘোর যামিনীযোগে জাগিতেছে মাতি
সুধারসে, কত শত লোক? অনুমানি
মনে, নহে মনুষ্য ইহাঁরা, গন্ধর্ব্ব বা
দেব, নাহি জানি! কোন ছলে শুখাইবে
নাকি, আমাদের এই নব-প্রেম-তরু?
কহ বিনোদিনি সহেনা বিলম্ব আর,
হ'তেছে অস্থির প্রাণ মম, প্রাণ-প্রিয়ে!

কহিলা প্রেয়সী, হাসি—"দেখ কি কুমার
আর, আমাদের শুভ সংমিলনে, দেব-
কন্যা যত মহানন্দে, করিছে মঙ্গল-
গান, গিরিশৃঙ্গে বসি ; অনতিবিলম্বে
নাথ তোমারে লইয়া, বসাইবে অতি
সযতনে যক্ষ-সিংহাসনে ; অতএব
এ'স নাথ সাজাই তোমারে রাজবেশে !"
উত্তরিলা নৃপসুত—"পরিহাস ত্যজ
ও রূপসি ! অবগত নহি আমি যক্ষ-
বলাবল ; লইয়া তোমায় কেমনে বা
রহিব এ দেশে নিরাপদে, ভাবিতেছি
তাই মনে—বল প্রিয়ে আছে কি উপায় ?"
বিজয়ের বিশাল হৃদয়ে রাখি কর,
কহিলা সুন্দরী—"ভাঙ্গে যদি তরু, নাথ
মহা বাত্যাঘাতে, বল্লরী-যুবতী, পতি-
সহ ধরাপরে, যায় গড়াগড়ি—সম-
যন্ত্রণায় ত্যজে প্রাণ দুই জনে, কিন্তু
সতী আগে। অতএব, নিশ্চিন্ত নহিত
আমি হৃদয়-বল্লভ ; সত্য করিয়াছি,
ছত্রধর হইবে লঙ্কায়, যুবরাজ—
জানি তাহা পারিব সাধিতে ! নিরাতঙ্কে
যদি তোমরা সকলে মম মতে দেহ
মত, বিশ্বাসি আমায়, জীবিত-ঈশ্বর !"
কহিলা বিজয়—"একি প্রিয়ে অনুচিত

কথা আপনার—কভু কিহে প্রভাকর
উদিয়াছে পশ্চিম গগনে ? তব সত্য
স্থির, জানি আমি ; বারে বারে সে কথার
না কর উল্লেখ, সুধামুখি ! আর শুন,
অভিমন্যু নির্ভীক অন্তরে সপ্তরথী-
মাঝে যথা, করিলা তুমুল রণ, রিপু
দলে চমকিয়া—মম সহচরগণ
যুঝিবে তেমতি, একে একে, যত যক্ষ-
মাঝে, হাসিতে হাসিতে—কারে কহে, ভয়,
না জানে ইহাঁরা কেহ। সমর-অঙ্গণে
প্রিয়ে, পা'বে পরিচয় এ জনার। এবে
বল, কেন এ সঙ্গীত আর, উপায় কি
করি ? উত্তরিলা হাসিয়া কুবেণী তবে—
" অবগত আছি নাথ, তোমার বিক্রম ;
যাহে এ অধিনী তব দাসী ! এবে শুন
প্রাণেশ্বর—আছে অদূরে নগরী এক
শ্রীবর্ত্ত নামেতে—রহে তথা যক্ষেশ্বর,
কালসেন নামে, মহাবল সেই বীর।
লঙ্কাপুর-ধামে অপর যক্ষেশ-সুতা,
দেবী পশুমিত্রা, অনঙ্গ-মোহিনী রূপে,
বরিবেন লঙ্কেশ্বরে আজি ;—সম্প্রদান
করিছেন তাঁরে কুন্দনামিকা, জননী,
তাহাঁর ; তাই নাথ নৃত্যগীত হ'তেছে
সেখানে ; অসংখ্য গুহ্যকগণ আনন্দে

উন্মত্ত, করিছে উৎসব সবে। ভোজন
পান বিধিমতে উপাদেয় রূপে, হ'বে
সেই মহাসভাস্থলে, সপ্ত দিবানিশি
অবিশ্রাম ;—পায়স, মিষ্টান্ন, মতিচুর
মনোহরা, মীন, মাংস বিবিধ প্রকার,
সুমিষ্ট সুস্বাদু সোমরস, অগণন
মধুর-অমৃত-সম-ফল, আর যত
কিছু আছে ধরাতলে—অজস্র হইবে
বরিষণ! মদোন্মত্ত বিহ্বল-মানসে
মাতিবে উৎসবে সকলে, গুরুলঘু
না করি বিচার। এমন সুযোগ আর
হ'বেনা কুমার, বধিতে পাপিষ্ঠ-গণে।"
পুলকে পূরিত যুবা উত্তর করিলা—
"যা কহিলে সব সত্য, কিন্তু প্রিয়ে, বল
বা কেমনে, অজ্ঞাত আমরা সব, এই
মায়াময় যক্ষপুরে, পশিব তাহার
মাঝে এত স্বল্পকালে, রণবেশে? বিনা
মানচিত্র, বিনা সাংগ্রামিক পরিমিতি-
আদি, দুর্ভেদ্য নগরীমধ্যে, কেমনে বা
নিঃশঙ্কে যাইব? কোন্ পথে কত সৈন্য
আছে বিদ্যমান; কেবা নেতা তার, কত
বল ধরে সেই? অশ্ব বা পদাতি, রহে
কোন্ দিকে? কোন্ প্রান্তে, [illegible] দুর্গ
অবস্থিত? কত সেনা পোষে ক[illegible]ন?

এসব বৃত্তান্ত যদি পারহে কহিতে ;
চিত্র যদি পারহে আনিতে ; অবহেলে
বধি যক্ষরাজে লইব লঙ্কার রাজ-
পাট ; বসাইব সিংহাসনে, প্রণয়িনি,
আদরে তোমায় !" এত কহি নীরবিলা
বিজয়কেশরী, চাহি কুবেণীর পানে
সুধাময় প্রেমপূর্ণ উজ্জ্বল-নয়নে।
হাসিতে উজলি, প্রাণপতি-মুখাম্বুজ
উঠিয়া রূপসী পর্য্যঙ্ক হইতে, বেগে
চলিলা বাহিরে দ্রুতপদে। চমকিলা
যুবরাজ ! পলকে অমনি, লয়ে করে
লেখনী লিখনপত্র পশিলা কুবেণী
পুনঃ ; বসিলেন মস্তক হেলা'য়ে দেবী
চিত্রিতে নগর-চিত্র, আর পার্শ্ববর্ত্তী
যত গ্রাম—শিল্পদেবী বসিলা আপনি
যেন, ত্রিভঙ্গভঙ্গিতে ! সত্বরে আঁকিয়া
মানচিত্র, বুঝাইলা যুবরাজে যত
কিছু আছিল তাহাতে; দর্পণে যেমতি
হেরিলা কুমার তায়, জ্ঞাতব্য বিষয়,
বাখানিয়া প্রেয়সীর সুশিল্প-নৈপুণ্যে !
এইবারে আশ্বাসিত হইয়া কুমার
কহিলা, কহিতে তাঁরে বিস্তারিত রূপে
যক্ষ[illegible]বল কত ; মহাবীর
আছে[illegible]ন, গুহ্যক দলের মাঝে।

উত্তর করিলা যক্ষবালা, মানচিত্র
রাখিয়া সম্মুখে—একে, একে, মহোল্লাসে—
"এই যে দেখিছ প্রিয়তম সুবিস্তীর্ণ
ক্ষেত্র, নিকটে ইহার দুই ক্রোশ দূরে
রহে দ্বিসহস্র যক্ষসেনা, পরাক্রান্ত
মহাযোধ—বিশালাক্ষ নায়ক ইহার।
উহার দক্ষিণে পঞ্চ ক্রোশ পরে, বহু
রথী, অশ্ব দশ শত, গজারোহী কত
যোধ ভীষণ-মূরতি, কতেক পদাতি!—
নেতা জয়সেন রাজ-সহোদর। তার
পশ্চিমাস্যে অষ্ট ক্রোশ ব্যবধানে, দুর্গ,
সুদৃঢ়-গঠন পঞ্চভুজ-ক্ষেত্রাকারে;
দ্বার পঞ্চ তার প্রকাণ্ড আকার, রাখে
হস্তিযূথে, কত সৈন্য কত অস্ত্র রহে
সেই স্থানে নাপারি বলিতে। দশক্রোশ
এ দুর্গের উত্তর-পূরবে আছে বহু-
সেনা ভীষণ-সংগ্রামে; দুর্গ-রক্ষী বীর
বিরূপাক্ষ দেখে এই দলে। স্থানে স্থানে
বহুদূরে দূরে—আর কত রথ, গজ
অশ্ব, কত পদাতিক আছে অগণন!
সে সবায় নাহি কাজ এবে—বধিলে হে
যক্ষরাজে, পরাভব সকলে মানিবে।
এই কয় ব্যূহ মাঝে রাজ নিকেতন—
একক্রোশ হবে চারিদিকে—সুগঠন

অতি মনোহর ; শত২ যোধ রাখে
দ্বার, বিবিধ আয়ুধে সুসজ্জিত—অতি
ভীষণ-আকার যক্ষ, বিভীষণ রণে।"
কহিলা বিজয় উঠিয়া চমকি তবে—
"বৃথা আশা প্রিয়ে তব, লঙ্কেশ্বরে অতি
নির্ব্বিঘ্নে করিতে জয়! অসংখ্য বাহিনী-
মাঝে, কি করিব আমরা এ সপ্তশত
প্রাণ, সাগরে পড়িলে নদী কোথা তার
কে পায় সন্ধান?—অগাধ জলধি-জলে
পায় লোপ খর-প্রবাহিণী! এই ক্ষেত্র পারে
সহস্র যে সেনা, পারি তাদের নাশিতে,
অবহেলে, কিন্তু যবে দুর্গরক্ষী, আর
রাজ-সহোদর মিলিবে সুরঙ্গে রণে,
অবশ্য ত্যজিব প্রাণ সকলে আমরা,
অসংখ্য অরাতিকুল করিয়া নিপাত।
তবে যদি আর কিছু, থাকেহে সন্ধান
কহ শুনি, ও বর-বদনি প্রাণেশ্বরি!"
কহিলা বিজয়-প্রিয়া চাহিয়া বিজয়-
পানে—"নাশিয়া সহস্র সেনা পরে বধি
শত্রু অগণন, সমর-অঙ্গনে সুখে
করিবে শয়ন!—মম অনুচর বর্গ
তবে কি লাগিয়া ধরে ধনুর্ব্বাণ, আর
ভীষণ কৃপাণ? থাকিয়া পশ্চাতে সবে
রাখিবে তোমার বীরবৃন্দে ;—পুরোগামী

থাকিব আপনি ; আর নাথ পরিণয়
সভাস্থলে রক্ষক ব্যতীত, কেবা আর
রবে রণবেশে ? অতএব কি ভাবনা
গুণমণি প্রবেশিতে প্রতিপক্ষ মাঝে ?—
বিক্রমে কেশরী সম, তব সহচর-
দল, লভিতে এ রাজপাট, মম সহ
ডরে কি তাঁহারা ? দশানন সম তুল্য
পরাক্রম তব, আছে বিদিত আমার ;—
কেন এ আশঙ্কা, হৃদয় বল্লভ, কর
অকারণ ? অবিলম্বে নাশি যক্ষ-দলে,
লভ সিংহাসন, হৃদ সিংহাসন নাথ !”
ধন্য তুমি যক্ষকুলে কুবেণী সুন্দরি !
এ যে দেখি ষড়ানন-প্রিয়া, বসি তব
কোমল রসনা পরে, সমরোৎসাহে
মোরে আজি, করিতেছে উত্তেজনা ! ধিক্
হায়, শত ধিক জীবনে আমার !—নাহি
এখন তোমার এ বীর-বচনে, একা
হইতেছি অগ্রসর গুহ্যক নাশিতে !
পিতৃত্যক্ত, মাতৃহন্তা আমি, পুত্র-পত্নী-
হারা—এই বন্ধুহীন দেশে, দাসত্ব কি
অনুষ্ঠিব আমি ? মম প্রাণ সম এই
যত বন্ধুগণ, অভাগা আমার মত,
যক্ষগণে করিবে অর্চ্চন ? বাহুবলে
ধিক্, আপনার, ধিক্, এ কৃপাণে ; বৃথা

অস্ত্র ধরে বন্ধুগণ! বঙ্গের উজ্জ্বল
নাম হ'বে কলঙ্কিত সিংহল হইতে?
হে মা বীর-প্রসবিনি, কর আশীর্ব্বাদ,
কল্য এ অধম যত পুত্র তব, যক্ষ-
ধ্বজচ্ছত্র পাড়িবে ভূতলে, উড়াইবে
তব বিজয়-পতাকা, জয় জয় রবে;
অথবা অরাতি-হৃদয়-শোণিতে করি
স্নান, লভিবে বিশ্রাম সুখে!" এত বলি
নীরবিলা যুবরাজ অমিত্র-মর্দ্দন।
"ধন্য২ যুবরাজ" কহিলা কুবেণী।
"ধন্য বঙ্গ বীর-প্রসবিনি! এত দিনে
দুরাচার যক্ষ-দল হইবে নিপাত,"—
হইলা আকাশবাণী; বাজিলা দুন্দুভি
নভঃস্থলে! হীনপ্রভ নিশাপতি, দ্রুত-
গতি যেন, হ'ল অদর্শন সুপ্রভাত
করিতে সে দিনে—যে দিনে দুর্দ্দান্ত যক্ষ
হইবে দলন; যে দিনে বিজয় হ'বে
ভুবন-বিখ্যাত; যে দিনে বঙ্গ-নিশান
উড়িবে লঙ্কায়; যে দিনে স্বর্ণ-অক্ষরে,
কালের অনন্ত-পত্রে, হইবে লিখিত
বঙ্গের বিক্রম,—যে দিন স্মরিয়া, আমি
নরাধম গাইতেছি অপূর্ব্ব এ গাথা।

ইতি সিংহল-বিজয়ে কাব্যে মন্ত্রণা নাম
তৃতীয়ঃ স্বর্গঃ।

চতুর্থ সর্গ।

ক্রমে দিনমণি দেব হাসিয়া হাসিয়া,
যেন প্রকাশিলা পদার্থ-নিচয়, নাশি
রাক্ষসী-নিশারে! হায় রে! দেখাতে যেন
বঙ্গীয় বীরেন্দ্রগণে, কিরূপে নাশিয়া
লঙ্কাপুরী-তমঃ—যক্ষের দুর্ব্বৃত্তাচার—
প্রকাশিতে হয় ধর্ম্মালোক! কমলিনী-
পতি-অনুগামী, দেখাইলা সেই পথ
উজলিয়া মলিন সলিলে; সে আভাসে
যেন বুঝিয়া সকল, সভা করি যত
অমিত্রসূদন বঙ্গযুবা, বসিলেন
সেই নন্দন-কানন-সম উপবনে—
বসিলা বিজয় মাঝে, অপসব্যে রহে
অনুরাধ তাঁর; বামেতে কুবেণী, পূর্ণ
ষোলকলা শশী আলো করি সেই সভা!
সম্ভাষণ করি সবে কহিলা বিজয়
তবে, নিশার যতেক বিবরণ,—পরে
মানচিত্র দেখাইয়া প্রধান অমাত্য-
গণে, পুনঃ ভাষিলা সদর্পে যুবরাজ,—
"এইত সময় বন্ধুগণ, দেখাইতে
রণ শিক্ষা, পরাক্রম আর যার যত—
এই নৃশংস যক্ষের মাঝে! বিধাতার

স্বেচ্ছাক্রমে, উপস্থিত সবে মোরা, এই
লঙ্কাপুরে, কোথা হ'তে অলজ্ঘ্য সাগর
পারাইয়া ; হারা'য়েছি আসিতে এদেশে
জীবন-দুর্ল্লভ-ধনে ; নারিলে গুহ্যকে
এবে, বাহুবলে করিতে দলন, স্বল্প-
কালে হইব নিধন যক্ষের আয়ুধে !
কে ডরে শমনে ? সত্য বটে—কিন্তু কিবা
জানি, বন্দী যদি হই কারাগারে, তবে
কি সুখ সে ছার প্রাণ রাখি ? আত্মনাশ
পাপে কি হে ডুবিব সকলে ? তাই বলি
বীর-সজ্জা করিয়া সকলে—পুনঃ সূর্য্য-
না হ'তে উদয়—অধিকারি লব লঙ্কা-
পুরী, নাশি যক্ষরাজে ; অথবা সকলে
বীর-সাজে বীরদেশে করিব গমন
আরোহিয়া স্তূপাকার শত্রু-হৃদি পরে,
ভাসিতে ভাসিতে শাত্রব-শোণিতে-স্রোতে !"
এত বলি বসিলেন বিজয়-কেশরী—
"সাধু সাধু" রব উঠিল চৌদিকে সেই
উপবন-মাঝে ; বৃক্ষকুল ভয় পেয়ে
যেন, কাঁপিলা অন্তরে ! অনুরাধ বীর
উঠি তবে—শত ধন্যবাদি যুবরাজে,
কহিলা সবার আগে। "শুন বীরবৃন্দ !
কাল এতক্ষণে, মরিতে উদ্যত মোরা
সাগরে ডুবিয়া, পত্নী-পুত্র-শোকে ; কিন্তু

দৈববাণী নিষেধিলা সবে সে ভীষণ
মহাপাপ হ'তে, দেবের কৃপায়—আছি
তাই জ্ঞাত, কৃতান্তে আমরা নাহি ডরি!
তবে স্বল্প লোক গণি কি ছার মিছার
ভয়, দুর্দ্দান্ত দুর্বৃত্ত যক্ষ নাশিবারে?
কিন্তু যদি ভাব কেহ—যক্ষেশ্বর বৈরী
নহে; কেন বা তাঁহারে, বিবাহ সভায়,
করিব নিধন—অন্যায় সমর ইহা,
পৌরুষ কি তায়? প্রত্যুত্তরে কহি শুন—
নাগ-উপাসক যক্ষ, নাহি মানে কোন
দেবতায়—দেবতা-হিংসক দুরাচার-
দলে, শত্রুমধ্যে গণি!—আর যদি জ্ঞাত
হ'ন লঙ্কেশ্বর, আমাদের এই রণ-
স্পৃহা, কি সাধ্য আমরা মুষ্টিমেয় যোধ,
যুঝি তাঁর সনে, বৃষ্টি বিন্দু সম কোথা—
যাব তাঁর সেনার-সাগরে মিসি! সত্য
বটে কুবেণী সুন্দরী অনুচর যক্ষ
সহ, যুঝিবে সপক্ষে, কিন্তু তাঁর সৈন্য-
সংখ্যা কত? আর এক মুঠা মাত্র! তাই
বলি, এ গুপ্ত সমর, অন্যায় সংগ্রাম
নহে! সমকক্ষ দুই দল পালিবেন
যুদ্ধের নিয়ম যত, নতুবা কৌশলে
ছলে বলে নাশিবে রিপুরে—এই ধারা
জগতে বিদিত! সৌমিত্রি-কেশরী বীর

শ্রীরাম অনুজ, এই লঙ্কাধামে, পেয়ে
নিরস্ত্র বীরেন্দ্র ইন্দ্রজিত-মেঘনাদে,
বধিলা ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি!—
মহাবল পরাক্রান্ত দুরাচারী সেই
রাবণ-সন্তান, এই হেতু! কেমনে বা
ভীষ্মদেবে বধিলা অর্জ্জুন মহারথী?
কেন বা পড়িবে রণে পাণ্ডবের গুরু-
দেব, বীর দ্রোণাচার্য্য? অতএব, শত্রু
হইলে প্রবল, কৌশলে মারিবে তায়!
আর যদি বল, কি কার্য্য সমরে, প্রজা-
রূপে রহিব আমরা? তদুত্তরে এই
কথা—নৃশংস, পাষণ্ড যক্ষদল অতি
দুরাচার, দৃষ্টিমাত্র বধিবে সকলে,
শত্রু ভাবি; ব্রাহ্মণ চণ্ডাল কভু পারে
কি থাকিতে এক স্থানে? তৈল কি কখন
মিলে জল-দল সহ? তাই বলি, যুদ্ধ
বিনা আছে কিবা গতি, যায় যাক্ প্রাণ—
লভিব এ লঙ্কা-রাজ্য, কিংবা বীর-শয্যা
পাতি করিব শয়ন! উঠ বন্ধুগণ,
অসি-ধনুর্ব্বাণে একমাত্র বন্ধু জানি
চলহ তা'দের সহ, দুরাত্মা যক্ষের মাঝে;
করুক রুধির পান তাহারা সকলে,
মনঃসুখে অতি, প্রবেশি রিপু-হৃদয়ে!"
অপর, বিজিত কহিলা সবারে, সাধু-

ধাদ দিয়া অনুরাধে—" অবিলম্বে যুদ্ধ
শ্রেয়ঃ; কিন্তু হইতে হইলে সুসজ্জিত,
কুবেণী সুন্দরী শ্রেষ্ঠ যক্ষবালা, যিনি
সৌভাগ্য বশতঃ অনুকূল আমাদের
প্রতি, জানা চাই তাঁর বলাবল; তবে
কোন্ দিকে, কি প্রকারে, অগ্রসর হ'বে
কত জনে, কে কাহার হবে অনুবল,
সহজে হইবে স্থির। তুমুল সংগ্রাম,
অদ্য নিশাকালে; মুহূর্ত্ত ঘটিকা-শত
সম! অতএব যুবরাজ জানি এ বৃত্তান্ত,
করুন প্রকাশ আশু সকলের মাঝে।"
শুনি বিজিতের বাণী চাহিলা বিজয়
অনঙ্গ-মোহিনী কুবেণীর পানে—আঁখি-
তারা, সাড়া দিয়া যেন, জিজ্ঞাসিলা তাঁরে!
বুঝিয়া নাথের ভাব, কহিলা কুবেণী—
" যদিও আমার দশ শত যক্ষ মাত্র
আছে সন্নিকটে, কিন্তু অরাতি কখন
তাহাদের, দেখে নাই পৃষ্ঠদেশ! রণে
বিভীষণ তারা, ক্ষিপ্রহস্ত সব্যসাচী
অস্ত্র সম্প্রয়োগে! সপ্তশত সৈন্ধবাশ্ব
আর, গতিতে তড়িত, আছে অশ্বশালে—
নাহি হয় হয়, লঙ্কাপুরে! ব্যাঘ্রহীন
দেশে যুবরাজ, জন্মে হস্তী অগণন;
আছে দুই শত শ্রেষ্ঠ গজ অধিনীর

বল! অস্ত্রাগারে মম, অসংখ্য শাণিত
খড়্গ, ভল্ল, শেল, শূল; মহিষ-বিষাণে
সুগঠিত ধনুঃ; দ্বিরদ-রদনির্ম্মিত
বিবিধ জাতীয় অস্ত্র; চর্ম্ম বর্ম্ম কত।
আরো আছে এক শত রথ বায়ু-গতি;—
নাহি অপ্রতুল কিছু—সকল তোমার,
নাথ এবে সপিনু চরণে! যুদ্ধকালে
সকলের আগে, দেখাইব পথ, থাকি
সাথে—কি ভয় সমরে যক্ষবালা আমি?
আর শুন, বৃত্তিভোগী বহু সৈন্য রাখে
কালসেন লঙ্কেশ্বর; যোঝে সে সকলে
অর্থলোভে; দেশের মমতা শূন্য তারা
বিদেশীয়; আজিকার রণে নিপাতিলে
যক্ষেশ্বরে, সহ তাঁর প্রধান অমাত্য-
গণ, পলাইবে তারা নিজদেশে, কিংবা
শরণ লইবে তব চরণ-কমলে।"

মহানন্দে আলিঙ্গন দিলা যুবরাজ
(এবে) প্রাণ-সম-প্রিয়া কুবেণীরে; যত
বঙ্গীয় যুবক সপুলকে, প্রশংসিলা
রমণীকুলরতন, যক্ষদুহিতারে।

তারপর কহিলা আনন্দে অনুরাধ—
"আজিকার রণে বন্ধুগন! কর পণ
বিনাশিয়ে যক্ষেশ্বরে সহ দল বল,
লভিতে এ রাজ্যভার—বিচিত্র নহেক

শুন সবে ; নহি মোরা সপ্তশত যোধ
এবে ; অস্থবল দশ শত মহাবল
যক্ষ ; অশ্বপৃষ্ঠে করিব সমর হস্তী
রথ সহ, ছিন্ন ভিন্ন করি যক্ষদলে।
কৌশলে রণপাণ্ডিত্যে, জিনিব আমরা
অসংখ্য শাত্রবে, সংশয় নাহি তাহার।
কর আয়োজন সূর্য্যাস্ত না হ'তে, কোথা,
কি রূপে, কেমনে আক্রমিবে শত্রুদলে—
করিয়া বিচার রাজপুত্র কর স্থির।
মম অভিপ্রায় এই—চারি শত অশ্ব
ল'য়ে আমি বিশালাক্ষে আক্রমিব আগে ;
রাজপুত্র সহ তিন শত অশ্বারোহী,
যক্ষরথী শত, আর গজারোহী যোধ,
রোধিবেন জয়সেনে, যদি সে পাইয়া
সমাচার অগ্রসর হয় রণস্থলে ;—
রহিবে কুমার সাথে উরুবেল বীর।
বিজিত এদিকে লয়ে যক্ষসেনা, দুর্গ-
রক্ষী বীর বিরূপাক্ষে নিষেধিবে বাম-
দিকে থাকি ; এক শত ধানুকী যক্ষ
সহ মাল্লাগণে রাখিবে কুবেণী দেবী
রাজ-নিকেতন সন্নিকটে, এক ক্রোশ
দূরে, গুপ্তভাবে,—যদি কোন বার্ত্তাবহ
করেন গমন রাজবাটী-অভিমুখে,
অমনি অব্যর্থ-সন্ধানে, লইবে সেই

অভাগারে যমের সদনে। পরে যবে
ছিন্ন ভিন্ন করি যক্ষগণে, বাজাইব
বিজয়-বাজনা, অমনি কুমার বায়ু-
গতি আসি মিলিবে কুবেণী সহ, অশ্ব-
সৈন্য লয়ে ; রাখি উরুবেলে, গজ রথী
সহ সেই স্থানে। সেই ক্ষণে মাল্লাগণ
আসিয়া রক্ষিবে মম বিজিত-শিবির !
আমিও তখনি ধীরে ধীরে পাঠাইয়ে
দুই শত অশ্ব উরুবেলে, অবশিষ্ট
লয়ে যা'ব বিজিত সাহায্যে দুর্গ-রক্ষী
বীর বিরূপাক্ষ সহ করিতে সংগ্রাম।
এই অবকাশে যুবরাজ, প্রিয়া সহ
প্রবেশি যক্ষের পুরে বধ যক্ষপতি
লঙ্কেশ্বরে !—কহ সবে এবে, কাহার কি
মত ইথে ?" এত কহি বসিলেন বীর।
শুনি উরুবেল, বিজয়, বিজিত আদি,
আশ্চর্য্য মানিয়া, প্রশংসিলা অনুরাধে
নানাবিধ মতে ! তবে উঠিয়া বিজয়
কহিলেন মিত্রবরে, মুখ পানে চাহি—
"প্রাণের সুহৃদ ভাই অনুরাধ, ধন্য
তব রণকুশলতা ! বৃহস্পতি সম
বুদ্ধি-বল ! অবহেলি কথা তব, আজ
সর্ব্বস্ব হারা'য়ে নির্ব্বাসিত, এ ভীষণ-
দেশে ! এবে সমর-সাগরে সুকাণ্ডারী,

রাখহ সবারে সুখে !—কহিলা বিজয়
পুনঃ, "শুন সবে—অনুরাধ, উরুবেল,
বিজিত, সেনানী বীরাঙ্গনা সুনিপুণা
কুবেণী আমার অনুবল ; তোমরাও,
প্রতিজনে সৈন্য-ভার, লইতে সক্ষম—
কি ভয় যক্ষেরে তবে ? সমস্ত গুহ্যক
মিলিলে একত্র, না পারিবে রক্ষিবারে
আজ, সেই দুরাচার কালসেনে ! অগ্নি-
শিখা সম রণানল দহিবে পতঙ্গ-
প্রায়, যত শত্রুদলে ! অতএব আর
বিলম্বে কি ফল, ত্বরা উঠি সবে চল
কুবেণী-আলয়ে ; রথ, অশ্ব, গজ আদি
কর সজ্জীভূত, সমর সজ্জায় ;—লহ
বাছিয়া বাছিয়া অস্ত্র কবচ প্রভৃতি,
অভিরুচি যার যেবা ;—সূর্য্যাস্তে মিলিব
রণবেশে সবে, এই গিরির পশ্চাতে ;—
রাখিবে কুবেণী দেবী অলক্ষিত রূপে,
যক্ষচর, যক্ষরাজ নারিবে জানিতে।"
তার পর সবে স্নানাদি করিয়া, গেল
কুবেণীর গৃহ অভিমুখে, কেহ আর
ক্ষোভ না করিলা চোরা রণ ভাবি ! সেই
কালে কেহ না আছিল দূষিতে সিংহল-
বিজয়ে ; সুসভ্য এবে দেশ যত, তাই
কেহ কেহ, দস্যু বলি আরোপে কলঙ্ক

সেই বঙ্গীয় রতনে! ষোড়শ শতাব্দী
যবে, কি করিলা পুর্ত্তুগিস—সেই এই
লঙ্কাপুরে? মহাবীর সেকন্দার, যাঁর
নামে কম্পিতা মেদিনী, কিবা করিলেন
তিনি নাশিতে পুরুর সৈন্যগণে?—নিশা-
যোগে, ঘোর-বৃষ্টি-অন্ধকারে, বিপাশার
পারে আসি তস্করের প্রায়, হিন্দু-সেনা
গণে করিলা নিধন! দোষে কি তাঁহারে
কেহ? খনি খুড়ি কত প্রাণ, বিনাশিছে
কত সভ্য জাতি! এই ভারতের বক্ষে
আছে কত ক্ষত অন্যায় আঘাত—বৃদ্ধা
মাতা যাহা স্মরি, ডুকুরে কাঁদিছে দিবা-
নিশি! পাষণ্ড সন্তান তাঁর, নাহি শুনে
কাণে! আর' কিনা সুকৃতী বিজয়-পুত্রে
দলে পদতলে, কুলাঙ্গার দাস যত!!
কেঁদ না ভারত সতি, শুনিবে কে আর!
এবে আহ্বানি সাগরে, রহ ডুবাইয়া
দেহ অতল জলের নীচে, আর্য্য নাম
হ'ক, লুপ্ত এ জগতে! আরব, বঙ্গীয়
সিন্ধু উথলিয়া মিলি, গ্রাসুক সত্বরে
যত পদার্থ বিহীন আর্য্য-কুসন্তানে!!

ক্রমে ক্রমে দেব অংশুমালী, ব্যস্ত হ'য়ে
যেন, সারিয়া আপন কাজ প্রফুল্লিত-
চিত্তে, বিশ্রাম আশায় বসিলেন পাটে,

অস্তাচল শিরে, নিশার অপেক্ষা করি!
হেন কালে দেখ ওই, পর্ব্বতের তলে
কাতারে কাতারে মনোহর অশ্বপৃষ্ঠে,
রণসাজে বঙ্গীয় যুবকগণ আসি
দাঁড়াইলা, ভীষণ কৃপাণ শূল ধরি;
দুর্ভেদ্য কবচ ঢাকা অঙ্গ, স্বর্ণময়-
আভা! শিরস্ত্রাণ সহ চূড়া, শোভিতেছে
অতি রমণীয় রূপে। বক্রগ্রীব, শ্বেত-
সৈন্ধব-তুরঙ্গ-চয় কেশরী সমান,
বলে রূপে, ছাইলা সে গিরিমূল যেন
শ্বেতাম্বরে! মল্লবেশে যক্ষসেনা, অসি-
ধনুঃ হাতে একে একে বাহিরিলা সবে,
ঘোর-তিমির-আকৃতি; বাহিরিলা গজ-
যূথ, ভীমাকার, গিরি-গর্ব্ব-খর্ব্ব-কারী;
রথী, তীক্ষ্ণ শরাসন হস্তে, উড়াইয়া
উজ্জ্বল বর্ণের বৈজয়ন্তী-ধ্বজ, আশু-
গতি আইল সকলে! ওহে শৃঙ্গবর,
অস্তাচল গত রবি সুবর্ণে মণ্ডিয়া
তোমার শিখর দেশ, নারিলা জিনিতে
এ শোভায়, প্রকাশিলা বিজয়-বাহিনী
যাহা, আজ তব তলে! ক্রমে আসি দিলা
দেখা, বিজয়, বিজিত, অনুরাধ সহ
উরুবেল; মাঝারে সুবেণী যক্ষবালা
শূরেশ্বরী; ভগবতী দলিতে দানবে

যথা, ধরি অস্ত্র বামা, সুকোমল করে!
কহিলা বিজয় তবে হেরিয়া সকলে—
"শুন স্বদেশীয় বীরবন্ধু-গণ, আর
মিত্র-যক্ষ যত, বীর অবতার! করি
পণ, এক প্রাণ মন, বধ আজ প্রিয়া
কুবেণী-পরম-শত্রু, পাপ লঙ্কেশ্বরে—
কি ভয়, কি ভয়, ওহে নাশিবারে সেই
কালসেনে, আর তার দুরাচারী দলে,
দেবগণ প্রতিকূল যার? তরবার
উলঙ্গিয়া দেবতার ধার শোধ—রক্ত-
স্রোতে ভাসা'য়ে অবনী! জন্মিলে মরণ
আছে, কেবা ডরে তায়, বিনা কাপুরুষ
নরাধম ভীরুজন? স্মরি বঙ্গমাতা,
করি লক্ষ্য বীরলোক, চল আজ
গিয়া সবে প্রবেশিব রণে, এক প্রাণী
থাকিতে জীবিত, এই সত্য, রণরঙ্গে
ভঙ্গ নাহি দিব! বিস্তারি বিশাল বক্ষঃ
শত্রু বিদ্যমানে, সহিবে সকল অস্ত্রা-
ঘাত, হাস্যমুখে; পৃষ্ঠদেশে বিরাজেন
দেবতা সমরে--সাবধান, সে পবিত্র
অঙ্গ যেন, নাহি স্পর্শে দুর্মতি গুহ্যক!
তবে বৃথা বীরপণা, বৃথা পরাক্রম,
বৃথা বিজয়ী-বঙ্গ-সন্তান নাম! যেই
রক্ত বঙ্গমাতা বিবধ সুখাদ্য দানে,

সঞ্চিয়াছে আমাদের দেহে, সে শোণিত
আজি, রাখিতে তাঁহার মান, ঢাল সবে
হৃষ্টচিত্তে এই লঙ্কাধামে! জনমিবে
যায় চারুফল, উজলি অবনী! চাহে
কেবা সে অমূল্য পবিত্র রুধির-স্রোতঃ
শুকাইতে অতি ভীষণ শোক-সন্তাপে?
ওহে যক্ষগণ: আইস মিত্র, মিলিয়া
সকলে দুরন্ত গুহ্যক-পীড়নকারী-
দলে করহ সংহার, যার অত্যাচারে
ভয়াবহ দ্বীপ-মাঝে বন্দী-সম কর
বাস; যার ত্রাসে, মলিনা কুবেণী দেবী,
তোমাদের ঠাকুরাণী! অতএব সবে,
অস্ত্র-মহামিত্রে ধরি হও অগ্রসর,
সন্তরিতে শাত্রবের শোণিত-সাগরে!
"কি ভয় কি ভয় গাও ভারতের জয়"।

ইঙ্গিতে অমনি তখনি বিজিত লয়ে
যক্ষসেনা, বিরূপাক্ষ-শিবিরাভিমুখে
করিলা গমন; মত্ত-মাতঙ্গ-দুর্ব্বার
রথীগণ, আর তুরগ-দলার্দ্ধ ল'য়ে
বীরেন্দ্র বিজয় চলিলেন সাবধানে
অতি সতর্ক হইয়া রহিবারে দুই
সেনানিবেশ-মাঝারে—উরুবেল সহ;
কুবেণী সুন্দরী ল'য়ে শত ধনুর্দ্ধর
যক্ষ-রাজবাটী সন্নিকটে, গেলা চলি

মাল্লাগণে নাহি লয়ে সনে, করি ভর
আপন সাহসে ; অবশেষে অনুরাধ
চারি শত বঙ্গীয় যুবক সহ, অশ্ব
আরোহিয়া চলিলেন আক্রমিতে, বীর
বিশালাক্ষে ; পশ্চাতে চলিলা মাল্লাগণ
ধরি অস্ত্র, রক্ষিবারে বিজিত-শিবির !
ক্রমে বিভাবরী দেবী আচ্ছাদিলা সব
চরাচরে তিমির-অম্বরে। ইন্দ্রদেব
বুঝিয়া সময় আবরিলা তারাপুঞ্জ
ঘোর ঘন-দলে---কৃষ্ণা-সপ্তমী, কি জানি
প্রকাশিয়া প্রায় অর্দ্ধ-চাঁদ, সৈন্যগণ
সমবেত হ'বার পূর্ব্বেতে, করে যত
যক্ষের গোচর, অসময় ! অন্তরীক্ষে
রহিলা আপনি দেব, দেখিতে সমর।
স্ব-শিবিরে বিশালাক্ষ আনন্দিত মনে,
যোগ্য-জন-হস্তে দিয়া কটকের ভার,
উৎসবে মাতিবে বলি, করিছে সুন্দর-
বেশ—হেনকালে আসি নিবেদিলা
চর ঊর্দ্ধশ্বাসে ; অবধান সেনাপতে—
সৈন্ধব আরোহী, না জানি কি জাতি, বহু
সৈন্য আসিছে এদিকে, আক্রমিতে তব
সৈন্যদলে—হেন অনুমানি। বিহিত যা
কর এবে, মুহূর্ত্ত সময়ে রিপুদল
হ'বে উপস্থিত !—ঘোর শঙ্খ নিনাদিলা

বীর বিশালাক্ষ—"সাজ সাজ" মাত্র তায়
হইল ঘোষণা! অমনি সত্বরে, বহু
ধানুকী পদাতি পিছু আসিতে লাগিল
অসি-শূলধারী যত;—কিন্তু, হায়! আসি
এক নিমেষের মধ্যে পড়িল কাঁপায়ে
মেদিনী দাপে, যতেক বঙ্গবীরগণ—
আঁধারে আঁধারি, পরাগ-পটলে!
না শুনি কিছুই আর—সিংহনাদ, বাণের
নিঃস্বন, অসির ঝন্‌ঝনা, আর্ত্তনাদ
বই; নাহি দেখি কিছু—ক্ষণপ্রভা সম,
চমকি চলিছে শত শত করবাল
কৃতান্ত-সোদর। এই রূপে দুই দণ্ড
কাল হইল ভীষণ রণ;—শত শত
যক্ষসেনা পড়িলা সমরে। বিশালাক্ষ
হেরিয়া বিনাশ, হানিলেক মহাভল্ল
লক্ষ্য করি বীর অনুরাধে—সুচতুর
সমর-কুশল বীর, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেতু,
এড়াইলা সে আয়ুধে চক্ষের পলকে!
সম্মুখীন হ'য়ে পরে কহিলা তাহারে—
"রে দুরন্ত যক্ষ আয় দেখি এবে, রণ-
তৃষ্ণা তোর, ঘুচাই কৃপাণাঘাতে! মদে
মত্ত সদা, নাহি মান দেবে! মস্তকে দংশিল
অহি তোর না দেখি নিস্তার; এত দিনে
কৃতান্ত তোরে রে করেছে আহ্বান! এত

বলি উত্তোলিয়া অসি, হানিলা গুহ্যক-
মাথে; ঝন্ঝনে খসিয়া পড়িলা লৌহ-
ময় শিরস্ত্রাণ!—চমকিয়া বিশালাক্ষ
সঞ্চালিলা অসি, বিদ্যুতের বেগে—ধন্য
অস্ত্রশিক্ষা! আশ্চর্য্য মানিয়া মহাশূল
অনুরাধ হানিলেক বিশালাক্ষ পরে,—
বিন্ধিল বিষম অস্ত্র গ্রীবা-মধ্যস্থলে
তার, পড়িলা যক্ষ-সেনানী রক্ত উঠি
মুখে। সেনাপতি হত রণে, হেরি যক্ষ-
গণ, ভয়ে ভঙ্গ দিলা চারি ভিতে; পিছু
পিছু ধাইলা বঙ্গীয় যত, অসি ধরি
নাশিতে নাশিতে—প্রায় পড়িলা গুহ্যক
সব এই প্রথম সংগ্রামে। অনুরাধ
তবে রাখি মাল্লাগণে সেই স্থানে, দুই
শত পাঠাইলা অশ্বারোহী সেনা, বীর
উরুবেলে—বাজাইয়া বিজয় বাজনা
ঘোর রবে; অবশিষ্টে লয়ে, পরে শূর
চলিলা আপনি, বিজিত-সাহায্য-হেতু—
কি জানি সেখানে বাধে, পাছে ঘোর রণ,
সহ বিরূপাক্ষ, বীর কালান্তক কাল!
এদিকে পবন দেব বহিলা তখনি
ভীম তুর্য্যক-নিনাদ, বিজয়ের কাণে;—
অমনি কুমার পবনের বেগে আসি
মিলিলা কুবেণী সহ—মহা মহোল্লাসে

নাশিবারে প্রেয়সীর চির-বৈরী, দুষ্ট
কালসেনে। চন্দ্রদেব উদিলা অম্বরে—
দেখাইতে পথ যেন, বীর যুবরাজে।
অদূরে রাজভবন, উচ্চ শুভ্র অতি-
মনোহর গঠনে গঠিত ; শোভিতেছে
তায়, বিনিন্দিয়া উজ্জ্বল নক্ষত্র-পুঞ্জে,
সহস্র সহস্র দীপাবলি, প্রভাময় !—
হাসিতেছে হর্ম্ম্য যেন, সম নীলাম্বর
শশী, তমোময় বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র মাঝারে !
সাজিয়াছে বারবিলাসিনী, পাতকিনী,
আকর্ষিতে সরল যুবার মন ; নিজে
নিরয়ে নিমগ্ন হ'তে !—হায় রে, প্রাসাদ !
অভ্যন্তরে তোর, কালসেন বিষময়—
এই রমণীয় মূর্ত্তি তাই তোর, আজি
ছিন্ন ভিন্ন হইবে এখনি, তার পাপে !
এইরূপ এই নশ্বর জগতে, কত
কুবেরানুগত, পরাক্রান্ত রূপবন্ত
যুবক-যুবতী-কায়া, হায়, দুর্ম্মতির
দোষে কবলিত অকালে কাল-কবলে !
সেইক্ষণে আসি নিবেদিলা দূত, রাজা
কালসেনে, বিশালাক্ষ-পতন সংবাদ।
হতজ্ঞান নৃপমণি, শুনি এ অশনি-
আঘাত-নির্ঘোষ, অকস্মাৎ নিরমল
স্বচ্ছ নভঃস্থল হ'তে যেন ! চারুনেত্রা

সদ্যোবিবাহিতা পশুমিত্রা সতী, ভয়ে
ভুজবল্লী দিয়া বান্ধিলা পতিরে, কাঁদি ;
হায় রে শোভিলা বাহুলতা, বনমালা
সম বনমালী গলে ! কি হ'লো কি হ'লো
বলি উচ্চরবে কান্দিলা কুন্দনামিকা
পশুমিত্রা-মাতা ;—আর যত সুরবালা-
সম যক্ষকুলনারী, মদন-মোহিনী-
রূপে উজলিয়া দীপালোক এতক্ষণ
বিমোহিত ছিলা নৃত্যগীতে ; এবে হেরি
সে সবায় শশব্যস্তে অন্তঃপুরে সারি
দিয়া, করিছে প্রবেশ—এমন চাঁদের
মেলা হেরিনা কোথায় ! সুরা পাত্রভরা—
পুষ্পাধার, নানা জাতি পুষ্পে সুশোভিত—
করঙ্গ, সুগন্ধ বারিতে পূর্ণ—তাম্বূল-
করঙ্ক, বিবিধ-মণি-খচিত ; সংখ্যায়
শত শত এই সব আছিলা শোভিয়া
সভাস্থলে, এবে যায় গড়াগড়ি, ফিরে
নাহি চায় এ সবার পানে কেহ। বীর-
হিয়া জ্বলিল সমরতরে ! প্রবোধিয়া
পশুমিত্রে পাঠাইলা অন্তঃপুরে, সহ-
জননী কুন্দনামিকা, কালান্তক বীর
কালসেন। "সাজ সাজ" মহা শব্দ, যথা
বজ্র-প্রতিধ্বনি পর্ব্বত-কন্দরে, সেই
ক্ষণে উঠিলা সত্বরে ! জয়সেন গুপ্ত-

পথে ধাইলা অমনি আপন শিবির-
মুখে, ভীম প্রভঞ্জন-গতি তুরঙ্গমে।
দেখিতে দেখিতে সহস্র গুহ্যক-সেনা
রাজপ্রাসাদ সম্মুখে বাহিরিলা ;—অশ্ব-
সৈন্যে বিজয় কুবেণী সহ, পড়ি তার
মাঝে, তখনি লাগিলা অসিতে ছেদিতে
যক্ষমুণ্ড, অবিশ্রাম! কালমূর্ত্তি কাল-
সেন হেরি কুবেণীরে গর্জ্জিয়া আসিয়া
কহিলা তাঁহারে, অতি ভৈরব নির্ঘোষে—
"ওরে কলঙ্কিনি, ধিক্ লো সতীত্বে তোর,
পাপীয়সি! এ জঘন্য নরে কিম্বা গুণে
বরিলি দুর্ব্বৃত্তে! আয় আজ তোরে, তোর
নায়কের সহ, প্রেরি যমালয়ে, মনঃ-
ক্ষোভ করি নিবারণ—স্বজাতি-ঘাতিনি!"
"কি বলিস্ গুহ্যক-অধম,—তোর পাপে
এবে মজিল কনক-লঙ্কা, পাপীয়ান্!
আমার সতীত্ব, অগ্নিরূপে তোরে আজ
দহিবে পামর, রক্ষা করিয়া আমারে!
আয় যক্ষাধম, এই অসি-অশনির
ঘায়, ভুঞ্জিবিরে তুই যত দুষ্কর্ম্মের
ফল, এই ক্ষণে! দেখ দেখি, রাখে কেবা
তোরে"! এত কহি রণে মাতিলা কুবেণী—
দুরন্ত কৃতান্ত সম, কালসেন সহ।
হাসিলা সমর-ক্ষেত্র—দেবী জগদ্ধাত্রী,

শুম্ভ নিপাতিনী যেন, নাচিতে নাচিতে,
চমকিয়া দিগ্-দশে, অসি সঞ্চালনে,
দনুজদল লাগিলা দলিতে। উজ্জ্বল
অলঙ্কার কত, রুণু রুণু সুমধুর
ধ্বনি করি লাগিলা দুলিতে ;—হায় রে ! যে
মোহন নয়ন মন্মথ-আয়ুধ-পূর্ণ—
এবে আরক্তিম ক্রোধে !—অগ্নিকণা যেন
বাহিরিছে তায়, পোড়াইতে রিপুদলে !
ব্যতিব্যস্ত যক্ষেশ্বর কুবেণীর ভীম-
প্রহরণে—কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলা।
হেরি হাসি রাজপুত্র দিলা টিট্কার
যক্ষেশ্বরে। লজ্জা পা'য়ে রোষি কালসেন
হানিলা বিষম খড়্গ, কুবেণী মস্তকে—
কাটিয়া পড়িল ভূমে মুকুট সুন্দর,
সুমেরুর চূড়া যথা, কুলিশের অতি
ভীষণ আঘাতে ! নিস্পন্দ কুবেণী দেবী !—
অমনি বিজয় পিছু করি প্রেয়সীরে,
প্রহারিল মহাভল্ল কালসেন প্রতি
লক্ষ্য করি—এড়াইতে সেই অস্ত্র যক্ষ
মহাবল, হারাইলা নিজ মহাকায়
বেগবান সিন্ধুবারে, সেই অস্ত্রাঘাতে !
পড়িলা কুলীন করি মহারব—ভয়ে
পলাইলা লঙ্কেশ্বর লাফাইয়া পড়ি
ধরাতলে। ভঙ্গ দিলা রণে যক্ষদল

মহাতঙ্কে ;—বিজয় বাহিনী পিছু নিলা
মহামার করি, প্লাবিয়ে মেদিনী হিয়া,
পরাক্রান্ত, ভীমাকার যক্ষরক্ত-স্রোতে !
আচম্বিতে, বাহড়িলা যক্ষসেনা সিংহ-
নাদে ; জয়সেন রাজসহোদর, বহু
হয়, রথ আর পদাতি লইয়া, দেখা
দিলা রণস্থলে ; হস্তিপৃষ্ঠে চড়ি, পুনঃ
কালসেন মাতিলা সমরে। ঘোর যুদ্ধ
লোমহরষণ হইলা কিয়ৎক্ষণ—
পড়িল যে কত সেনা না পারি কহিতে !
শত অশ্ব হারাইয়া বিজয়কেশরী
ভঙ্গ দিলা রণে ;—জয় রবে নিনাদিলা
যক্ষ, ভয়ঙ্কর অতি, ভেদিয়া গগণ !
স্থানান্তরে বীর উরুবেল আকর্ণিয়া
দূতমুখে, " প্রস্থান করিলা জয়সেন
রাজবাটী-অভিমুখে "—বহু সৈন্য সহ
চলিলা সত্বরে বীর রাখি করীযূথ
সেই স্থলে, সুদৃঢ় প্রাচীর সম—সখা
বিজয়ের সমুদ্দেশে, অশ্ব রথে লয়ে।
শুভক্ষণে আসিয়া মিলিলা যুবরাজ
সহ মিত্রবর ! ঘোর শঙ্খ মহানাদে
পূরিলা আকাশ ;—বাহড়িয়া বঙ্গসেনা
মহাকোলাহলে, আরম্ভিলা পুনঃ, যক্ষ-
বিধ্বংসিতে। বাধিল বিষম রণ, নর

ও গুহ্যকে ;—ঘোর রথের ঘর্ঘর, অশ্ব-
পদধ্বনি, বিজয়ীর সিংহনাদ, মহা
আর্ত্তনাদ আহতের, হস্তীর বৃংহিত,
অশ্ব-হ্রেষা আদি, মিলিয়া তুলিলা ঘোর
রোল, কাঁপাইয়া লঙ্কাপুরী !—শতহ্রদা-
সম, বেগে চলিতেছে শত শত অসি
প্রভাময়, উজলিয়া রণস্থল ! স্বন
স্বনে, ছুটিছে অসংখ্য শর, চমকিয়া
বীর-হিয়া !—এইরূপে বহুক্ষণ মহা-
মার হইলা সংগ্রামস্থলে ; রক্তধারে
রঞ্জিলা ধরা-সুন্দরী ! স্তূপাকার মৃত-
দেহ নানা স্থানে, শোভিলা বিকটাকারে !

হেরি উরুবেলে জয়সেন মহাবীর
কহিলা সকোপে—"মরিবারে রে পাপিষ্ঠ
নর, আসিয়াছ যক্ষপুরে ! করিয়াছ
সাধ কালামুখী কুবেণীরে লয়ে, লঙ্কা-
রাজ্যে থাকিবে আরামে, ধিক্‌রে দুর্ম্মতি !

কোপিয়া কহিলা উরুবেল ভীমবাহু—
" যক্ষকুল-গ্লানি ! এত দিনে কালান্তক
কাল তোরে ডাকিছে গুহ্যকাধম ; আয়
পাপী, আহ্বানি সমরে তোরে ; এই শূলে
তোর বর্ম্মাবৃত বক্ষঃস্থল আজ ভেদি
পাপীয়ান্, মারিব পাতকী ভ্রাতা তোর
দুষ্ট কালসেনে !—বসাইব তারপর

কুবেণীরে, যুবরাজ বিজয়ের বামে।"

ক্রোধে জয়সেন হানিল ভীষণ শূল—
এড়াইয়া তাহে উরুবেল, দারুণ কৃপাণা-
ঘাতে বিনাশিলা তার অশ্ব মনোরথ;
ফাঁফর হইয়া বীর পড়ি ভূমিতলে.
উলঙ্গিয়া অসি ভয়ঙ্কর, উরুবেলে
মরিতে ধাইলা বেগে। তখনি বিজয়-
সখা খড়্গে খড়্গে বাঁধাইলা ঘোরতর
রণ;—স্বল্পক্ষণে হস্ত হ'তে অসি তাঁর
স্খলিত হইলা! ধন্য শিক্ষা তব, বীর
জয়সেন! কিন্তু উরুবেল, ভীম-শূল-
প্রহরণে বধিলা জীবন তাঁর, হয়-
হীন এই হেতু—হাহাকার ঘোর রব
উঠিলা যক্ষের দলে; ভেদিল অম্বর
বঙ্গবাসীগণ, "জয় জয়" মহারবে।

দেখিয়া ভ্রাতার মৃত্যু, ক্রোধে হুতাশন-
সম প্রবেশিল রণে কালসেন মহা-
বল;—প্রাণপণে যক্ষদল স-সাহসে
লাগিলা যুঝিতে—বঙ্গযোধ যত, ক্ষত
বিক্ষত সকলে প্রায়, গুহ্যকের অস্ত্র
বরিষণে; না পারে বিজয় উরুবেল
লোকাতীত চেষ্টা করি, তিষ্ঠিতে সমরে
আর; সহস্র সহস্র যক্ষ অনিবার
অস্ত্রবৃষ্টি করিছে সকোপে—বুঝি হায়,

বঙ্গের নাম ডুবিল একার! কেহ বা
না বাঁচিবে বুঝি, কালান্তক সম এই
ভীষণ সংগ্রামে, বঙ্গীয় যুবকগণ!
ত্রাসিতা কুবেণী দেবী যুবরাজ লাগি;
না ভাবি আপনা পশিছে যক্ষ-দুহিতা
উগ্রচণ্ডা সম, ঘোর যুদ্ধ যথা, নব
সাহসে উত্তেজি যোদ্ধৃগণে; নাশি বহু
রণদক্ষ-যক্ষ-সেনা করাল কৃপাণে।
তথাচ প্রবল যক্ষদল — মুষ্টিমেয়
বঙ্গবাসী কতক্ষণ পারে নিবারিতে,
অসংখ্য যক্ষের স্রোতঃ! যায় যায় প্রায়
সর্ব্বনাশ হয় বুঝি! হেরিয়া বিজয়
রুধিরাক্ত-কলেবরে, চক্ষের নিমিষে
বীর ধাইছে সবার কাছে, আশ্বাসিয়া
সকল বান্ধবে, বীরাঙ্গনা কুবেণীর,
মহাবীরোচিত যত কার্য্য দেখাইয়া।

হেনকালে দেবের কৃপায়, দুর্গরক্ষী
বীর বিরূপাক্ষে নাশি অনুরাধ দেখা
দিলা রঙ্গস্থলে। "জয় ভারতের জয়"
রবে মাতা বসুন্ধরা কাঁপিলা!—কে আর
রোধিবে বিজয়বাহিনী-স্রোতঃ! তুমুল
বাধিলা সংগ্রাম পুনঃ—মহাবীর দাপে
বঙ্গীয় যুবক যত লাগিলা বধিতে
যক্ষদল। কুবেণীর বহু যক্ষ-সৈন্য

আসি এবে মিলিলা সংগ্রামে—যক্ষে যক্ষে
বিভীষণ রণ, আশ্চর্য্য দেখিতে! কিছু
পরে হেরি কালসেন, অসংখ্য সৈন্যের
নাশ, আপনি আইলা বীর বিজয়ের
অভিমুখে বীর-দাপে, রণ করিবারে।
হেরি কহিলা বিজয় রোষে—" রে নির্লজ্জ
গুহ্যক-কুল-কলঙ্ক, পাষণ্ড পামর!
কোন্ মুখে পুনঃ আইলি পাপিষ্ঠ, যুদ্ধ
করিবারে? পরাক্রম তোর অবলার
কাছে; আয় রে দুর্ম্মতি, ঘুচাই সমর-
বাসনা তোর! ঐ দেখ, অপেক্ষা কৃতান্ত-
দেব করিছে আপনি, তোর লাগি, দেব-
দ্বেষী যক্ষ দুরাচার "! এত বলি লয়ে
ধনুর্ব্বাণ বিন্ধিতে লাগিলা কালসেনে,
মহারোষে। করীপৃষ্ঠে যক্ষেশ্বর ধরি
ভীষণ কার্ম্মুক, মাতিলা রণ-তরঙ্গে।
দেখিতে দেখিতে যুবরাজ, মহামাত্রে
ভীম-প্রহরণে, করিলা নিপাত! ক্রোধে
যক্ষেশ্বর আকর্ণ সন্ধানে, খর-শর
হানি, বিন্ধিলা বিজয়-হয়ে; চীৎকার
করিয়া অশ্ব পড়িছে ভূতলে; বুঝিয়া
বিজয়, লাফা'য়ে তখনি পড়ি গজের
মস্তকে, কাটিলা রাজার ধনুঃ, অসির
ভীষণ-আঘাতে! পরে, কালসেনে ধরি

কেশে, উত্তোলিয়া মহাখড়্গা, মুকুটের
সহ কাটিয়া ফেলিলা, মহাবল ভীম-
দরশন যক্ষরাজ-মাথা। সেইক্ষণে
যুবরাজ, লঙ্কেশ-কিরীট পরিলেন
শিরে, গজবর-পৃষ্ঠে বসি। মহাভয়ে
যক্ষসেনা করি হাহাকার, পলাইলা,
রড়ে—“মার মার” শব্দে বিজয়-বাহিনী
ধাইলা পশ্চাতে সে সবার ; বাজিল
বিজয়-বাজনা “জয় জয়” রবে—সবে
গাইলা আনন্দে গীত “জয় ভারতের
জয় ; জয়, জয় জয় ভারতের জয় !”

প্রবেশিলা বঙ্গ যক্ষ রাজার প্রাসাদে।
বিজয়ী বঙ্গীয় সেনা তোরণ ভাঙ্গিয়া
পশি অভ্যন্তরে, আরম্ভিলা মহামার
মহাকোলাহলে—পড়িল অনেক যক্ষঃ !
বাতায়ন-দ্বার আদি, ভাঙ্গিয়া পাড়িলা
কত ; হ'ল, সহস্র সহস্র সমুজ্জ্বল
দীপ, নির্ব্বাপিত—অন্ধকারাবৃত-পুরী,
করিলা ধারণ ভয়ঙ্কর বেশ ! আহা
মরি ! এইমাত্র যেই রূপের প্রভায়
জগজন মন করিলা হরণ—জানে
কে স্বপনে, ঘটিবেরে হেন দশা তার,
প্রভাত না হ'তে নিশি ! নশ্বর জগতে
ধন মান রূপের গৌরব, ক্ষণস্থায়ী

জলবিম্ব-সম—সাবধান হে মানব!
নিঃশব্দ হইলা সৌধ, যক্ষ-রব নাহি
শুনি আর—প্রাণ ল'য়ে গে'ছে পলাইয়া,
যে ছিল জীবিত—হায়! লঙ্কেশের সেনা!
ক্ষণে ক্ষণে বঙ্গীয়-বিজয়-সিংহনাদ
কাঁপা'য়ে মেদিনী, উঠিতেছে ঘোররবে।
উল্লাসিত দেবগণ সিংহল-বিজয়ে!
প্রভাতে অরুণদেব হেরিলা হরিষে
বিজয়ী-বঙ্গপতাকা রাজ-সৌধপরে—
মৃদু পবন-হিল্লোলে উড়িছে মোহন-
বেশে! আশীষি তাহায় সুন্দর সুবর্ণ
কর, হাসি প্রদানিলা দেব, রাজ-চিহ্ন
বলি!—সুমেরু সমান সুমন কূটের (১)
পরে, দাড়াইয়া বৌদ্ধদেব হেরিলেন
বিজয়-নিশান, মহোল্লাসে—কিছু দিনে
প্রচারিবে প্রিয়ধর্ম্ম মহীন্দ্র আসিয়া—
এই হেতু! অদ্যাপি সে পদচিহ্ন ধরে (২)
শিরঃ-পরে শৃঙ্গবর! এ পবিত্র স্থলে,
পুরাকালে আরাধিলা ময় (৩) জ্যোতিপীথে,

(১) সুমনকুট বা আদমস্পীক্।

(২) মহাবংশ (ch. I p. 7 and ch. XV. p. 92) এবং রাজরত্নাকর (p. 9.)

(৩) সূর্য্যসিদ্ধান্তের টীকায় লিখিত আছে, সূর্য্য পুত্র এবং বিশ্বকর্ম্মার দৌহিত্র ময়, রোমকপত্তন হইতে আসিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত এই স্থলে সূর্য্যদেবের তপস্যা করিয়াছিলেন, See As: Res: vol. X "The Sacred Isles of the West."

জ্যোতিষের লাগি, বিজ্ঞবর ;—সৌম্যনল (১)
আছিলা ইহার নাম সেইকালে। উক্ত
দেব-পদাঙ্ক লইয়া করে মহাগোল
নানা জাতি—হিন্দু (২) মুসলমান (৩) খৃষ্টীয় (৪)
প্রভৃতি—এ ঊনবিংশ শতাব্দিতে !! ভ্রম-
শূন্য নরজাতি না রহিবে কোন কালে
এই ভূমণ্ডলে—মিথ্যা নহে কভু এ বচন।
প্রভাকরে হেরি, বন্ধুগণে এক স্থানে
ডাকিয়া বিজয়, বিলাপিলা মহাবীর,
বহুমাল্লা আর যক্ষহেতু—পড়িয়াছে
যারা নিশার সংগ্রামে। প্রশংসিয়া
হত-মিত্রগণে, প্রবোধিলা অনুরাধ
লঙ্কেশ বিজয়ে ! লঙ্কেশ্বরী সুকুমারী
মোহিনী কুবেণী, মধুর-বচনে পতি-
মনঃ সান্ত্বনা করিলা সতী। কেবা আছে
এই ধরাধামে, রমণীর রমণীয়

(১) শ্রীরামচন্দ্রের সেতু-নির্ম্মাতা সৌম্যনল হইতে এই আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাকে শাল বা শালমল শৃঙ্গও বলিয়া থাকে।

(২) হিন্দুরা ইহাকে শিবের পদচিহ্ন বলে (See Hardy's Buddhism p. 212.)

(৩) মুসলমানেরা বলে, ইহা আদমের পদাঙ্ক।

(৪) পর্ত্তুগিসেরা ইহাকে সেণ্ট টমাসের চরণচিহ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ডেকোন্তো (De Conto) বলেন এই নিমিত্ত এই শৃঙ্গ-পার্শ্বস্থ বৃক্ষ সকল অদ্যাপি পদাঙ্কের সম্মানার্থ অবনতশিরে অবস্থিতি করে !!

সুধা-মাখা বোলে, নির্ব্বাণ না হয় যার
খর শোকানল, হৃদয়-দাহন কর ?
হেনকালে তথা আসি উপস্থিতা দেবী
পশুমিত্রা, লঙ্কেশ-মহিষী, সঙ্গে করি
কুলীন-অঙ্গনা যত—রূপের আদর্শ !
হেরি সে সবায় কহিলা কুবেণী—"কহ
পশুমিত্রে ! কি হেতু এখানে আগমন ?
নববিবাহিতা, নহ বড় রতা বুঝি
পতির প্রণয়-পাশে ! নতুবা কেমনে
বিসর্জ্জিয়া শোকে, নব লঙ্কেশ্বর-পাশে
আইলা এখানে ? বঞ্চিয়া আমারে বুঝি
হইবে মহিষী ?—রূপের গরব এত !"
"রে কুবেণি, গুহ্যক-কুল-নাগিনি" ক্রোধে
কহিলা রাজনন্দিনী—"তোর লাগি আজি
বিবাহ-বাসরে হারাইলাম প্রাণের
পতিরে ; ঘুচালি মম সুখ-সাধ যত,
রে বাঘিনি, জনমের মত ! এবে পুনঃ
কর অপমান, অবীরা হেরিয়া মোরে ?
এই পাপে—যদি মম পতির চরণে
থাকে মন, যদি সতীর কথায় দেবে
করে কর্ণপাত, তবে শোন্—এই পাপে
তোর পতি করিবে বর্জ্জন তোরে, মনো-
দুঃখে পুড়ে, কান্দিয়া মরিবি অভাগিনি !
শুনিয়া কুবেণী, আপনা হইতে যেন

কাঁপিলা অন্তরে ; দক্ষিণ নয়ন তাঁর
স্পন্দিলা অমনি ; জেষ্ঠীরব ঈশানাঙ্কে
তখনি হইল আচম্বিতে ! গো কুবেণী,
কি করিলে দেবি সতীরে ঘাঁটা'য়ে ? হায় !
এই অভিশাপে, মহা মনস্তাপে তুমি
ত্যজিবে সুখের ধরা, জনম-দুঃখিনি !
" ক্ষম অপরাধ " কহিলা বিজয়, " দেবি
যক্ষের ঈশ্বরি ! বিধির নির্ব্বন্ধ হেতু,
বধিয়াছি তব প্রাণপতি—বীর-ধর্ম্ম
করিয়া পালন, সম্মুখ-সংগ্রামে ! স্বর্গ-
লোকে যক্ষেশ্বর বিরাজিছে এবে ; বৃথা
শোক ত্যজ যক্ষেশ্বরি ! জনমিলে আছে
মৃত্যু অনিত্য সংসারে, কিন্তু অমর সে
জন, তব স্বামী সম যেই, শর-শয্যা-
পরে করেন শয়ন, ঘোরদাপে—ধন্য
বীর কালসেন লঙ্কা-অধিপতি !—এবে
কহ সতি, কিবা অভিপ্রায়, ভয় ত্যজি ;
কোন্ কার্য্য, অধম এজন, সম্পাদন
করি, পারে তুষিতে তোমারে ? এ প্রতিজ্ঞা
মম, দিব যা চাহিবে— যক্ষ-পাটরাণি ! "
পশুমিত্রা দেবী ধন্যবাদি যুবরাজে,
কহিলা মধুরভাষে—" ত্যজিলাম তব
মধুর বিনম্র সুবচনে, বৈরীভাব
তব সনে ; পতিহন্তা বলি না ভাবিব

আর, বঙ্গীয়-কুল-রতন !—দেহ ভিক্ষা
আমরা সকলে হেরি গিয়া প্রাণেশ্বরে
নয়ন ভরিয়া, রণস্থলে ; আর যাচি,—
কেহ যেন রাজকুলোদ্ভবা বামাগণে,
না করে পীড়ন কোনমতে ; অবশেষে,—
রাজ-সম্মানের সহ, প্রিয়পতি মম
লভিবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া !—এই ভিক্ষা মাগে
যুবরাজ, কালসেন-লঙ্কেশ-মহিষী !
পূরা'য়ে বাসনা, সুখে কর রাজ্যভোগ। ”
“ নিরাপদে যাও চলি, লঙ্কেশ মহিষি—”
কহিলা বিজয়, “হের গিয়া প্রাণনাথে
তব ;—যক্ষ-কুলবালা নির্বিঘ্নে রহিবে
রাজ্যে মম, আমার দুহিতা সম ;—রাজা
রাজ-ভ্রাতা পাইবে সম্মান তব ইচ্ছা-
মত, পশুমিত্রে, যক্ষকুল-দীপ্ত-মণি ! ”
প্রণমি বিজয়ে, পতি-অন্বেষণে, দ্রুত-
গতি সতী চলিলা তখনি। স্বল্পক্ষণে
উতরিলা আসি, সেই রুধির-প্লাবিত-
ভীষণ সংগ্রাম স্থলে—অশ্ব, গজ, রথী,
কত শত, অসংখ্য পদাতি—গড়াগড়ি
যায়, রক্ত মাখা, ভীম দরশন ! ছিন্ন
শিরঃ হস্ত পাদ কত, বিকট আকারে,
পড়ি রাশি রাশি ! মহানন্দে শিবাগণ
শকুনী গৃধিনী সহ, করিছে ভক্ষণ

কত শবে। যক্ষ চারিজন, নৃপতির
কবন্ধ-মস্তক সংযোজিয়া, রক্ষিতেছে
সেই শ্রেষ্ঠ দেহ! দেবী পশুমিত্রা ক্রমে
উপস্থিত আসি সেই স্থলে। হেরিয়া সে
প্রাণের বল্লভে, মূর্চ্ছিতা হইয়া সতী
পড়িলা তাঁহার বামে—সোণার প্রতিমা।
 সম্বিত পাইয়া, মৃতপতি-মুখ চুম্বি,
হাহাকার করি বিলাপিলা যক্ষেশ্বরী—
" কোথা প্রাণেশ্বর, কেন ভুলিলে দাসীরে!
কিবা দোষে দোষী তব পদে, অভাগিনী
আমি, হৃদয়-বল্লভ? ছিল মনে সাধ
কত, হায়! সে সকল দহিলা অঙ্কুরে
দুর্ভাগ্য-ভাস্কর! কা'ল এতক্ষণে নাথ
কত কথা বলি, মোহিলে আমার মনঃ!—
কেন আজি, নির্দ্দয়ের মত, উত্তর না
দেহ অধিনীর সম্ভাষণে? জনমের
মত দাসী তব, শুনিবে না আর সেই
পীযূষ সমান প্রিয়-বচন-নিচয়—
হায়, কি কাজ জীবনে তবে? লহ সাথে
নাথ, সেবিবে চরণ দাসী, পথশ্রান্ত
হ'লে! কোরকে কাটিল কীট, কি উপায়
তার! বিবাহ-বাসরে হইনু বিধবা
আমি, কাল-ভুজঙ্গিনী! তব অনুরূপ
রূপ, সুকুমার পুত্র নারিনু উদরে

ধরিবারে! তবে প্রবোধ কেমনে
মানে? পতি-পুত্রহীনা নারী, অভাগিনী
এজগতে; আমি তায় জেতার অধীন!
হায়, কি করিব পোড়া প্রাণে রাখি—! ওহে
লঙ্কেশ্বর, আজ্ঞা কর দাসীরে, কি ইচ্ছা
তব করিব পালন! ক্ষমি অপরাধ নাথ,
একটী বচন-সুধাদানে তোষ চাতকিনী!
শুনি স্বর্গ-সুখ লভি!—রে দারুণ প্রাণ,
শতধা বিদরি পাপ-হৃদে, বহির্গত
হওরে সত্বরে—কি সুখে রহিবি এই
পাপ-পুর্ণ অবনীতে, ত্যজিয়া প্রাণেশে!
আর কি রে ও নয়ন কখন মেলিবে?
আর কিরে বচন-অমৃত ঝরিবেরে
সুধাধার অধর হইতে? সৌদামিনী
সম হাসি, উজলিবে আর কি মানস-
আঁধার মম? আর কি, ও ভুজ সুন্দর,
বাঁধিবে তোমারে ওরে প্রেম-আলিঙ্গনে?
বৃথা প্রাণ! চল প্রাণনাথ সনে নিত্য-
আনন্দ-ধামে পশিগে দুজনে! আর কি
সখিগণ! জ্বালাইয়া দেহ চিতানল;
পশি তায়, লভি গিয়া পতি-দরশন!
গিয়াছেন, এতক্ষণে বহুদূরে নাথ—
মরি মরি, পথশ্রান্তি হ'য়েছে বিস্তর"!
শুনি সহচরীগণ ক্রন্দন করিল।

মহাশোকে, দ্রবিয়া পাষাণ-হিয়া। তার
পর বর্ণিবে না আর কবি, নিদারুণ
সে কাহিনী, কহিলা কল্পনা যাহা এবে—
কহিতে তাহারে! হায়, কেমনে সে স্বর্ণ-
লতা ভস্মরাশি করিবে প্রবলানলে!—
তাই কবি লইলা বিদায় এই স্থলে।

ইতি সিংহল-বিজয়ে কাব্যে বিজয়ো নাম
চতুর্থঃ সর্গঃ।

THE OPINION OF THE PRESS.

আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরি সম্বন্ধে সংবাদ-পত্রের মত।

National Paper—11th Feb. 1874. A *new book of the kind long in want*—Treats of Ancient and Medæval Architecture, sculpture and painting of theAryans (the last two quite original) and also of a short but interesting account of the origin of art. Much thought and judgment have been bestowed in compiling the subject of Architecture and that of the origin of Art and also in refuting many erroneous ideas hitherto current. * * *

Hindoo Patriot 16th Feb. 1874.

This book is the first of its kind, the author has had peculiar opportunities of studying Art, and he has made a good use of them. In the present state of decadence of the Fine Arts in India, good Art criticism can hardly be looked for. * * *

Indian Mirror 17th March 1874.

The work is in Bengali, the author deserves great credit for his research and ability. Art is so entirely forgotten by our educationists in this country that the least attempt to revive its taste is welcome. Babu Srimani's work is also valuable on this score, and we hope it will have a large sale.

The *Bengalee*—May 2 nd, 1874. Our best thanks are due to Babua Syama Charan for inviting tha attention of our countrymen to the subject of Ancient and Medæval Hindu Art. The book may be had for one Rupee and two Annas only which will be more than repaid by the perusal of it.

We think the first step that the Government ought to do in the way of encouraging Arts, is to impress upon the educational authorities the necessity of infusing into the minds of the numerous students of our schools and colleges some idea of their Ancient Arts, which if successfully done, an ardent enthusiasm will be created in young minds to study the same. And need we say, that Babu Syama Charan Srimani's work above noticed, is eminently fitted to produce the above effect.

ভারত সংস্কারক—১৬ই ফাল্গুন, ১২৮০ সাল।

অতি দুঃখের সহিত আমরা এই পুস্তক পাঠ পরিসমাপ্ত করিয়াছি। পৈতৃক সৎকীর্ত্তির বিধ্বংস দেখিলে যে দুঃখের উদ্রেক হয়, সেই দুঃখে আমাদিগের হৃদয় নিপীড়িত হইয়াছিল। এই পুস্তক পাঠে আমরা শুধু দুঃখিত নয়, একদা লজ্জিত, একদা বা ভৎসিত হইয়াছি। আমারা কি সেই আর্য্যজাতি যাহাদিগের সৎকীর্ত্তি কলাপের অংশ মাত্র শ্রীমাণী মহাশয় বর্ণন করিয়াছেন। তাহা যদি হয়, তবে আমরা কি অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছি, কত উচ্চ পদ হইতে কত অধঃস্থলে নিপাতিত হইয়াছি।

অধ্যয়ন কালে আমাদিগের মনে কেবল যে এই সমস্ত ভাবই সঞ্চারিত হইয়াছিল এমত নহে। বিষাদের সহিত কদাপি হর্ষোৎফুল্ল হইয়াছি, লজ্জার সহিত কখন উৎসাহে উৎসাহিত হইয়াছি। পূর্ব্বপুরুষগণের সৎকীর্ত্তি আলোচনায় আমাদিগের আত্মা গৌরবে পূর্ণ হইয়াছে। * * *

এই সমস্ত ভাব আমাদিগের মনে উদ্রেক করিবার জন্যই বোধ হয় শ্রীমাণী মহাশয় আমাদিগের স্মৃতিপটে পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিচিত্র নিচয় পুনরায় অঙ্কিত করিতে চাহিয়াছেন। এজন্য শ্রীমাণী মহাশয় আমাদিগের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

বঙ্গ-সাহিত্যে রাজেন্দ্রলাল বাবু এই পথে প্রথম পদার্পণ করেন। কিন্তু রাজেন্দ্র বাবু কেবল হস্তক্ষেপ করিয়াছেন

মাত্র। শ্রীমাণী মহাশয় এক বিষয়ে অনেক দূর তত্ত্ব বঙ্গসাহিত্য-মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। কিন্তু এ সমুদায় সূত্রপাত মাত্র। জন-সাধারণের অভিনিবেশ ইহাতে নিয়োজিত না হইলে সম্যক্ শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইবে না। * * *

দুই এক স্থলে তাঁহার যে স্বাধীনভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অতি প্রশংসনীয়।

মধ্যস্থ—চৈত্র, ১২৮০ সাল।

—আলোচ্য গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ এবং পাঠক-সাধারণ তৎপ্রতি সাদর ব্যবহার করেন এমন ভরসাও করিতেছি। ইহার গুণ বিস্তর, দোষ অতি যৎসামান্য। ইহার বাহ্যরূপ অর্থাৎ মুদ্রাঙ্কন ব্যাপারটী যেমন পরিপাটী-রূপে নিষ্পাদিত হইয়াছে, ইহার আভ্যন্তরিক (বিষয় ও লিপিগত) গুণাবলীও প্রতিষ্ঠার যোগ্য। ইহার ফলশ্রুতি বহু—

—ইহা প্রথম উদ্যম, ইহাতেই বিপুল আভাষ পাওয়া যাইতেছে এবং শ্যামাচরণ বাবু স্বাধীন-চিন্তার ফল কিঞ্চিৎ সংযুক্তও করিয়াছেন, এই তিনটী কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার এই পুস্তককে আমরা প্রচুর অনুরাগের সহিত গ্রহণ করিলাম। * *

যদিও ঐ সকল গ্রহাদির বিষয় পূর্ব্বে অনেক বার অনেক স্থানে পাঠ করা গিয়াছে, কিন্তু মাতৃভাষার পুস্তকে তত্তাবতের একত্র সন্নিবেশ, বিশেষতঃ শ্যামবাবুর লিখন-চাতুর্য্যে আমাদিগের চিত্ত সমধিক আকৃষ্ট হইল।

ভরসা করি, তিনি এরূপ বিষয়ে গাঢ়তর যত্ন ও অধ্যবসায় প্রয়োগ পুর্ব্বক আমাদিগকে আর এক খানি বৃহত্তর পুস্তক অর্পণ করেন—শুদ্ধ পরিমাণে নয়, গুণাংশে বৃহত্তর ও মহত্তর চাই : যেহেতু তাঁহার উপস্থিত গ্রন্থপাঠে আমরা তাঁহার নিকট মাতৃ-ভাষার এতদ্বিষয়ক আরো উচ্চ ধাতুর অলঙ্কারের আশা করিতে পারি—এবারে সোণার সাট দিয়াছেন, ভবিষ্যতে জড়াও সাট দিতে হইবে।

অমৃত-বাজার-পত্রিকা—১১ বৈশাখ, ১২৮১ সাল।

শ্যামাচরণ বাবু আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন তাঁহার এই অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক খানি সমালোচনা করিতে আমাদের বিলম্ব হইয়াছে। যাহারা বলেন যে প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা কেবল মনস্তত্ত্ব ও অধ্যাত্মতত্ত্ব লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন, জন-সমাজের বৈষয়িক উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করিতেন না, তাঁহারা শ্যামাচরণ বাবুর এই পুস্তক খানি পড়িয়া দেখিবেন যে আর্য্যেরা গৃহ-নির্ম্মাণ প্রভৃতি শিল্প বিদ্যায় প্রাচীন যুনানী-দের সমকক্ষ ছিলেন। আমাদের সবই ছিল, সবই গিয়া এখন আমরা পরের দ্বারের ভিখারী হইয়াছি। আমাদের যে সবই ছিল তাহাও আমরা জানি না কি জানিবার অবকাশ পাই না। এই সময় যে ব্যক্তি ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তি সকল আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন, তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। শ্যামাচরণ বাবু নিজে এক জন শিল্পশাস্ত্রবিৎ, সুতরাং এরূপ পুস্তক প্রণয়নে তিনি এক জন উপযুক্ত পাত্র। তাঁহার চিত্র গুলি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে, পুস্তকের ভাষাটীও সুন্দর হইয়াছে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—বৈশাখ, ১৭৯৬ শক।

—প্রাচীন শিল্পকার্য্যের অনেক গুলি উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতি-সহ শ্রীমানী মহাশয় আর্য্যদিগের শিল্প-নৈপুণ্যের বিষয় বিশেষ যত্ন-পূর্ব্বক এই পুস্তকে বিবৃত করিয়াছেন। আমরা ইহা পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল হইয়াছে।

সাপ্তাহিক সমাচার ১৩ই বৈশাখ ১২৮১ সাল।

পূর্ব্ব-পুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ অবগত হইলে নব্য-দলের পক্ষে দ্বিবিধ মঙ্গল হইবে। প্রথম, তাঁহারা হিন্দু-সন্তান এই মনে করিয়া আর লজ্জা বোধ করিবেন না, সুতরাং স্বজাতীয় সমস্ত আচার ব্যবহার বর্ব্বর জনোচিত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইবেন না। দ্বিতীয়, তাঁহাদের নবীন অন্তঃ-

করণে পূর্ব্ব-পুরুষগণের ন্যায় মহত্ত্ব লাভ করিতে উৎসাহ জন্মিবে। বাবু শ্যামাচরণ শ্রীমানীর পুস্তক খানি এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধনের বিলক্ষণ উপযোগী হইয়াছে। অতএব এই পুস্তক প্রণয়ন জন্য তিনি হিন্দু-জাতির মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই সাধুবাদের পাত্র হইয়াছেন।

এই পুস্তক খানি রচনা করিতে শ্যামাচরণ বাবুকে অনেক আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। "ইহা গ্রন্থবিশেষের অনুবাদ নহে, তবে অমুক অমুক পুস্তক অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে" ভূমিকায় এই কথা লিখিয়া যাঁহারা গ্রন্থকর্ত্তা হইয়া বাহাদুরী লন, তাঁহাদের অপেক্ষা শ্যামাচরণ বাবুকে এই পুস্তক খানি প্রস্তুত করিবার জন্য বহুপরিমাণে অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে এই পরিশ্রম সফল হইয়াছে। আর্য্যজাতির শিল্প-চাতুরি পুস্তক খানি অতিশয় উপাদেয় হইয়াছে।

বঙ্গদর্শন—ভাদ্র, ১২৮১।

—গ্রন্থারম্ভে সাধারণতঃ সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি বিষয়ক একটি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধটি পাঠযোগ্য। তৎপরে গ্রন্থকার অস্মদ্দেশীয় শিল্পকার্য্যের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন।

এই গ্রন্থে প্রাচীন আর্য্যগণের স্থাপত্য বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাই ইহার উৎকৃষ্টাংশ; তাহা পাঠ করিয়া ভারতবর্ষীয় মাত্রেই প্রীতিলাভ করিবেন। * * *

যাহা হউক, শ্রীমানী বাবুর এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাঠে আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। এ বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায়, দ্বিতীয় গ্রন্থ নাই; এই প্রথমোদ্যম। গ্রন্থে পরিচয় পাওয়া যায় যে, শ্রীমানী বাবু স্বয়ং সুশিক্ষিত, এবং শিল্প সমালোচনায় সুপটু। এবং গ্রন্থপ্রণয়নেও বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন। এই গ্রন্থের বিশেষ পরিচয়ে পাঠকগণ সন্তুষ্টি লাভ করিবেন বলিয়াই, আমরা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইতে এতকথা উদ্ধৃত করিতে সাহস করিয়াছি। (উদ্ধৃত অংশ পরিত্যক্ত হইল।)

উপসংহারে, স্বদেশীয় মহাশয়গণকে দুই একটি কথা নিবেদন করিলে ক্ষতি নাই। বাঙ্গালী বাবুদিগের নিকট সূক্ষ্ম শিল্প সম্বন্ধে কোন কথা বলা দুই চারিজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের কাছে ভস্মে ঘৃত ঢালা হয়। সৌন্দর্য্যানুরাগিণী প্রবৃত্তি বোধ হয় এত অল্প অন্য কোন সভ্য-জাতির নাই, বাস্তবিক সৌন্দর্য্য প্রিয়তাই, সভ্যতার একটি প্রধান লক্ষণ, এবং বাঙ্গালিরা এখনও যে সভ্যপদ-বাচ্য নহেন, ইহাই তাহার একটি প্রমাণ।

সমাচার চন্দ্রিকা—২৭ মাঘ ১২৮১।

—পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতিলাভ করিলাম। গ্রন্থকার এই পুস্তকে স্বীয় শিল্পশাস্ত্র-সংক্রান্ত বিলক্ষণ বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যে একজন বিশেষ অনুসন্ধিৎসু, পুস্তক পাঠমাত্রেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থের ভাষা অতি সরল, সুন্দর ও প্রাঞ্জল। শিল্পাদি শাস্ত্র সম্বন্ধীয় বাঙ্গালা গ্রন্থের ভাষাও এতদূর সুন্দর, সরল, বিশুদ্ধ ও গভীরতম হইতে পারে, শ্রীমানী মহাশয় আমাদিগকে ইহার প্রথম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ভাষা পাঠ করিয়া আমরা এতদূর প্রীত হইয়াছি যে আমরা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমাদিগের এক বিজ্ঞ সহযোগীকে এ নিমিত্ত দুই একটী অনুযোগ করিতে বাধ্য হইলাম। আমরা গত ফাল্গুনের সোমপ্রকাশে ইহার সমালোচনা পাঠ করিয়াছিলাম। তাহাতে ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ইহার গুণের বিষয় কিছু মাত্র উল্লেখ করেন নাই, প্রত্যুত ভাষার নিন্দাই করিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী, বঙ্গদর্শন প্রভৃতির সমালোচনা পাঠ করিয়া পশ্চাৎ আমরা সোমপ্রকাশের ভ্রম ও ভাষানভিজ্ঞতার পরিচয় পাই; এক্ষণে শ্রীমানী বাবুর গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় চমৎকৃত হইয়াছি। বিজ্ঞ সম্পাদক কি জন্য যে এরূপ অন্যায়ের অনুকূলে লেখনী ধারণ করিলেন, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। বোধহয়ঃ—

"কাব্যে ভব্যতমেঽপি পিশুনো দূষণ মন্বেষয়তি।
অতিরমণীয়ে বপুসি ব্রণমিব মক্ষিকা-নিকরঃ॥"

The Monitor Feb. 6, 1875.—The book is illustrated with wood-cuts and lithographs and treats of the Fine Arts as they existed in Ancient India. It evinces a great deal of laborious research on the part of the author and contains good deal of informations which hitherto had remained in obscurity.

—We shall give an elaborate review of the book in a future issue.